বিশেষ সংখ্যা

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২
১২ই ডিসেম্বর

প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

বর্ষ ০৬
সংখ্যা ০২
ডিসেম্বর ২০২২

আইসিটি নিউজলেটার

জনসেবা প্রদানে সক্ষমতা তৈরির প্লাটফর্ম ‘সিভিল সার্ভিস ২০৪১: ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি’

২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনসেবা প্রদান ও দেশের জনগণের সমস্যা মোকাবেলায় গভপ্রেনিউরশীপের মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সদা তৎপর, উদ্যমী ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এলক্ষ্যে শনিবার রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণে সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা’-শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে এটুআই। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম এর সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং সিভিল সার্ভিস ২০৪১: ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর এবং এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী। সিভিল সার্ভিস ২০৪১-এর কার্যক্রম শুরু করায় জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল (অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কিত) জনাব লিউ ঝেন মিন একটি লিখিত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আমলাতন্ত্রের কাজ হলো জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দেশের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় সকল বাধা ডিঙিয়ে আমরা সফল হয়েছি। আমাদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের গভর্নেন্সের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যেখানে মূল চ্যালেঞ্জ হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজমেন্ট ও গভর্নেন্স এর সকল শাখায় উন্নয়ন ঘটানো। বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে। যার ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালকে আমরা মধ্যবর্তী পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও কাজ করছি। তাছাড়া এসডিজি গ্রাজুয়েশনের পর বাংলাদেশ যেসকল সুবিধা হারাবে সে পরিস্থিতি মোকাবেলায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তাও মাথায় রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ বলেন, সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে প্রযুক্তির বিকল্প নেই। বর্তমানে দেশের ৩৮০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে গিয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের বাকি ইউনিয়নগুলোতেও উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া হবে। সরকারের ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ডাটা সরবরাহে নিয়মিত পোর্টালের তথ্য আপডেট করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম বলেন, ২০৪১ সালে কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রযুক্তিবান্ধব জনশক্তি তৈরিতে এরই মধ্যে জনপ্রশাসনের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম রিডিজাইন করা হয়েছে। তবে ওইসময়ে যারা নেতৃত্ব দিবেন তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তাদের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সেইসাথে বেসরকারি খাতের উন্নয়নেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রেক্ষাপটে ‘ভিশন ২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যপূরণে যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। উন্নত সমাজ বিনির্মাণ ও সমাজ জীবনের পরিবর্তনশীল ধারার মধ্যে জনসেবার নিয়োজিত একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য ক্রমোন্নতিশীল যাত্রার পথনির্দেশক ও সহায়ক প্ল্যাটফর্ম হলো ‘সিভিল সার্ভিস ২০৪১: ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি’, যা এটুআই কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে। সিভিল সার্ভিস ২০৪১ এর মধ্য দিয়ে গভপ্রেনিউরশীপের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা, উদ্দেশ্য এবং সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। নেতৃত্ব, প্রযুক্তিবান্ধব, ডাটা নির্ভর এবং প্রত্যাশিত মানের জনবান্ধব সেবা প্রদানে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষম করে তুলবে ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বই পড়ার অধিকার চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ

দেশের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ সকল প্রকার পঠনপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বই পড়ার সংকট দূর করতে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংস্থার মারাকেশ চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংস্থার (ডব্লিউআইপিও) সদর দপ্তরে জেনেভায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মো. মোস্তাফিজুর রহমান সংস্থাটির মহাপরিচালক ড্যারেন টাং এর হাতে মারাকেশ চুক্তিতে বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষরের দলিল হস্তান্তর করেন। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পড়ার সুযোগকে অবারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ১১৬তম দেশ হিসেবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

উল্লেখ্য, মরক্কোর মারাকেশ শহরে ২০১৩ সালের জুন মাসে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ডব্লিউআইপিও-এর একটি কূটনৈতিক সম্মেলনে ‘মারাকেশ চুক্তি’ চূড়ান্ত করা হয়। এই চুক্তির আওতায় দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাকসেসিবল বই (যেমন: ডেইজি মাল্টিমিডিয়া টকিং বই, ব্রেইল ইত্যাদি) মুদ্রণ ও এক দেশের বিভিন্ন অ্যাকসেসিবল কনটেন্ট অন্য দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। চুক্তিটি ২০১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশের আগে এই চুক্তিতে প্রতিবেশি দেশ ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা অনুস্বাক্ষর করেছে।

আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংস্থার মহাপরিচালক ড্যারেন টাং বলেন, মারাকেশ চুক্তি’তে অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তরুণরা’সহ সকলের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সমান অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীসহ সকল প্রকার পঠনপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশের সাথে সংস্থাটি একসাথে কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে।

এদিকে, মারাকেশ চুক্তি-তে অনুস্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের ৩ লক্ষ ৪০ হাজারের অধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ডব্লিউআইপিও এর ‘অ্যাক্সেসিবল বুক কনসোর্টিইয়াম’ এর ৮ লক্ষাধিক বই পড়ার সুযোগ তৈরি হবে। ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এটুআই এর যৌথ উদ্যোগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত শিক্ষা প্রদানে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক ও এক্সেসিবল ডিকশনারি তৈরি, বছরের শুরুতে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া, এটুআই বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। মারকেশ চুক্তিতে অনুসমর্থন করে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় সমান সুযোগ প্রদান এবং জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (ইউএনসিআরপিডি) ও ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ অর্জনে বাংলাদেশ একধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

এছাড়াও পাবলিক-প্রাইভেট-একাডেমিক এই শ্রেণির অংশগ্রহণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতায়মূলক শিক্ষা এবং চিন্তা প্রসারেও কাজ করবে ‘সিভিল সার্ভিস ২০৪১: ডিজিটাল লিডারশিপ জার্নি’।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সিনিয়র সচিব, সচিবগণ, উপাচার্যগণ, যুগ্মসচিববৃন্দ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, মাঠপর্যায় থেকে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ, জেলা প্রশাসকবৃন্দ, সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, এটুআই এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নিয়েছিলেন।

+৮৮-০২-৪১০২৪০৭১
+৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২
+৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com
jahedi6076@gmail.com
www. doict.gov.bd

আইসিটি নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION FUTURE IS HERE

DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ ১২ই ডিসেম্বর

প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

উন্নয়ন ও সুশাসনের প্রতীক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের বিশ্লেষণে দেখা যায় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকরা দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং তার নেতা হিসেবে শেখ মুজিবকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। তাই ১৯৪৮ সালে ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানি শাসকরা আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সক্রিয় ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ ও কৌশলী নেতৃত্বে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে ষড়যন্ত্র পরাভূত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের লক্ষ্যও প্রায় অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করা এবং বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তানে পরিণত করা। ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে এবং ৩ নভেম্বর জেলখানায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে। দেশ নিমজ্জিত হয় অমানিশার নিকষ কালো অন্ধকারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক ও আধা গণতন্ত্রী শাসকরা স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতার অংশীদার করে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে দেশ শাসন করে। গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠায়। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা হত্যা, ক্যু ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে বেছে নেয়। এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এবং দুঃশাসনের মধ্যে পঁচাত্তরের হত্যাকান্ড থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের রাজপথের আন্দোলন দারুণ গতি পায়।

জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান হয়। গণতন্ত্র বাঙালির ভাত ও ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে দেশের জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখে। তাঁর নেতৃত্বে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ক্ষমতার প্রথম মেয়াদে পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) এবং ২০০৯ সাল থেকে টানা তিন মেয়াদে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর খুনি ও একাত্তরের নরঘাতক মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য সম্পন্ন এবং রায় কার্যকর করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব, যোগ্যতা, নিষ্ঠা, মেধা-মনন, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতায় এক সময়ে যে বাংলাদেশ টিকে থাকবে কী-না বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়। অবকাঠামো, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, সমুদ্র এমন কোন খাত নেই যেখানে মাইলফলক অর্জন নেই। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশের সর্ববৃহৎ অবকাঠামো পদ্মা সেতু শেখ হাসিনার অদম্য সাহস, দৃঢ়তা এবং আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশে অসম শিক্ষানীতির পরিবর্তে, সকলের জন্য সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থায় বিনা পয়সায়, এখন প্রতিবছরের প্রথম দিনে শতভাগ শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লাবের ৫৭তম গর্বিত সদস্য দেশ। অনেক মাইলফলক অর্জনের তালিকায় এ বছরের ডিসেম্বরে যোগ হতে যাচ্ছে মেট্রোরেল এবং কর্ণফুলি টানেল। বিশ্বসভায় আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাদুর পরশে অনন্য উচ্চতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ।

মধুমতি নদী বিধৌত গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছার জ্যেষ্ঠ সন্তান, নব পর্যায়ের বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মাতা, মাদার অব হিউম্যানিটি, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা। এক বর্ণাঢ্য সংগ্রামমুখর জীবন শেখ হাসিনার। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি গৃহবন্দি থেকেছেন। সামরিক স্বৈরশাসনামলেও বেশ কয়েকবার তাকে কারানির্যাতন ভোগ ও গৃহবন্দি থাকতে হয়েছে। অন্তত ২১ বার তাকে হত্যার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তমানবী জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অসীম সাহসে তাঁর লক্ষ্য অর্জনে থেকেছেন অবিচল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলাদেশ গড়াই তাঁর জীবনের ব্রত। এই অকুতোভয় মহীয়সী নারী, জননেত্রী শেখ হাসিনা ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছেন। অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান বিশ্বে সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানদের শ্রেষ্ঠতম সম্মানজনক স্থান অর্জনকারী রাষ্ট্রনায়ক তিনি। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা আর প্রজ্ঞায় মহীয়সী মনীষা আশাহত জাতির মনোমাঠে বপন করেন বাঙালির হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠার সাহস। যে কোন রাষ্ট্রকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যেতে হলে সরকার প্রধানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেতার যদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে দেশ সঠিকভাবে কখনোই এগিয়ে যেতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু যেমন তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা উদ্যোগের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। এই অর্জন সম্ভব হয়েছে তার নেতৃত্বের দক্ষতার কারণে। তিনি কতোটা দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক তা বোঝার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন সরকার গঠন করেন তখন বাংলাদেশের বাজেটের আকার ছিল ৮৭ হাজার কোটি টাকা, সেই জায়গায় থেকে গত ১৩ বছরে বাজেটের আকার হয়েছে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনা দক্ষতার

অন্যতম সেরা সাফল্য তের বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব এবং খ্যাতিমান তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। দেশে শক্তিশালী আইসিটি খাতে অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। উচ্চগতির (ব্রডব্যান্ড) ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে ইউনিয়নগুলোতে। বর্তমানে তা গ্রামে যাচ্ছে। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটির অধিক। মোবাইল ফোনের সংযোগ সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটির বেশি।

আইসিটি অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে দেশের সফল সাড়ে ৬ লক্ষ ফ্রিল্যান্সার প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। সরকার ২ হাজার সেবা ডিজিটালাইজড করেছে। সারাদেশের প্রায় ৮ হাজার ৫০০টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রতিমাসে ৬০ লক্ষের বেশি মানুষ সেবা গ্রহণ করছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে প্রতিমাসে প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকার লেনদেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের সাফল্যকে তুলে ধরছে। ৯টি হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়্যার পার্ক/ আইটি ইনকিউবেশন সেন্টারে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-নথি, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩, ই নামজারি, আরএস খতিয়ান সিস্টেম, কৃষি বাতায়ন, ই চালান, এক পে, এক শপ, এক সেবা, কিশোর বাতায়ন, মুক্তপাঠ, শিক্ষক বাতায়ন, আই-ল্যাব, করোনা পোর্টাল, মা টেলি হেলথ সার্ভিস, প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার, ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম, ডিজিটাল ক্লাসরুমসহ অনলাইনে অসংখ্য সেবা জনগণের জীবনযাত্রা সহজ করেছে। করোনার মতো মহামারি মোকাবেলায় বাংলাদেশ অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে প্রযুক্তির কল্যাণে, যা শুধু দেশে নয়, বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

উদ্ভাবন ও গবেষণা ছাড়া ডিজিটাল অর্থনীতি বিকশিত হতে পারে না। এমন উপলব্ধি থেকে প্রধানমন্ত্রী তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর ওপর জোর দেন। একদিকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে এআই, রোবোটিকসহ ৩৩টি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অপরদিকে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ৫০০ কোটি টাকা ফান্ড দিয়ে এই আইটি স্টার্টআপদের মেধা বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর মতোই তাঁর সুযোগ্য কন্যা তরুণ প্রজন্মের কাছে এক অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধা। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছেন তারুণ্যের বাতিঘর। বাংলার তরুণরা এখন ইন্টারনেট শক্তি ব্যবহার করে নিজেদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচলনার ১৮ বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের স্বর্ণালী সময়, যা আজও অব্যাহত আছে। অর্থনীতি ও উন্নয়ন, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, আইন-শৃঙ্খলা, পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল খাতকে প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে এক সময়ের দরিদ্রতম দেশটি আজ ৪১তম অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড রিসার্চ (সিইবিআর) এর সমীক্ষা মতে, বর্তমান ধারায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি বিশ্বে ২৫তম অর্থনীতির দেশ হবে।

কিন্তু কঠিন বাস্তবতা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ যখন করোনা মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলারে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৫ শতাংশে দাঁড়ায় তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে কারণে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকে চরম জ্বালানি সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রধানমন্ত্রী এই সংকট মোকাবেলা করছেন।

শেখ হাসিনার সফলতার গল্প আজ শুধু জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়ে নয়, গোটা পৃথিবীতে তাঁর সাফল্যের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে তিনি দীর্ঘতম সময় ধরে নেতৃত্ব দেয়া জাতীয় নেতা। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সফলতা বিশ্বেরও বিস্ময়। এককথায় তিনি উন্নয়ন, সুশাসন ও সফলতার প্রতীক।

ডিজিটাল বাংলাদেশের উপর ভিত্তি করে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, উদ্ভাবনী ও বুদ্ধিদীপ্ত এবং জ্ঞাননির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ এবং উন্নত দেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন তা একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব। দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য তিনি যে স্বপ্ন দেখছেন তার বাস্তবায়ন সফল হোক, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন- এটাই আমাদের সকলের কামনা।

লেখক: প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১: একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন, একটি সফল ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। প্রতি বছর এই দিনে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। এবারের এ দিবসটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১' বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা পেয়েছে, ১২ ডিসেম্বর ২০২২ স্বপ্ন বাস্তবায়নের পর আনন্দ উপভোগ করাসহ নতুন স্বপ্নের প্রতীক্ষা এখন এ দেশের মানুষের।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত বাংলাদেশের। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল ভিত তিনিই গেঁথে দিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে। তাঁর হাতেই ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বিসিএসআইআর এবং প্রযুক্তিখাতের আরও কিছু কার্যক্রমের শুরু হয় সে সময়ে। প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা বোঝা যায় ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেওয়া ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ থেকে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকান্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে।" তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব-মুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা'র। প্রযুক্তিবান্ধব এ বিশ্বনেতা যে 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন তারই আধুনিকরূপ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'।

কেন ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার প্রেক্ষাপট আলোকপাত করা দরকার। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের প্রাচীন ও প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১' 'দিন বদলের সনদ' ঘোষণাকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্য আয়ের আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ। জননেত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণদের মনে অভূতপূর্ব জাগরণ তোলে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকারটিও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। সেই থেকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ১২ ডিসেম্বর একটি প্রেরণা জাগানো দিন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ দিবস আমাদের দেখিয়ে দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জ্ঞানভিত্তিক, অন্তর্ভূক্তিমূলক উদ্ভাবনী সমাজ বিনির্মাণ ও বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে দুর্বার গতিতে আমাদের পথ চলা। এ দিবস আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এর অভিঘাত মোকাবেলায় শক্তি ও সাহস জোগায়।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসেই দেশকে উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়নের স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের পরিকল্পনা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। শুরুতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নিয়ে বিভিন্ন মহল বিরূপ মন্তব্য করলেও ধীরে ধীরে সকলেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেন। এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে; যা না হলে এক মুহূর্তও চলে না।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ১৪ বছর পূর্তিতে আমাদের অগ্রগতি, সাফল্য অনেক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব ও তাঁরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা 'আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ' জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় ১৪ বছরের পথযাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর কোনও অলীক স্বপ্ন নয় বরং বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' তথা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তিমূল।

ডিজিটাল বাংলাদেশ: বর্তমান অর্জনের চিত্র

৮৮০০+ ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৮০ কোটি সেবা প্রদাম	৩৪ হাজার কোটি টাকা লেনদেন ৪৫৩০ ডিজিটাল সেন্টার এজেন্ট ব্যাকিং শাখা থেকে	২০০০+ ডিজিটাল সেবা এক ঠিকানায় (মাইগভ প্ল্যাটফর্ম)	৫১,০০০ সরকারি দপ্তর সংযুক্ত জাতীয় তথ্য বাতায়নে
১৫ লক্ষ দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান	১৬৬ কোম্পানির মাধ্যমে হাইটেক পার্কে ১,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ	১৮ কোটি মোবাইল ফোনের গ্রাহক	১৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী
বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট লাল-সবুজের মহাকাশ জয়	১ কোটি ৮৬ লক্ষ ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন	৭ কোটি সেবা প্রদান জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ থেকে	১৩,০০০ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব
৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার	১.৪ বিলিয়ন ডলার আইসিটি রপ্তানি আয়	১১ কোটি+ নিবন্ধন বিনামূল্যে করোনা ভ্যাক্সিন পেতে	৫০ কোটি টাকা স্টার্টআপে সরকারি বিনিয়োগ

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণার পূর্বে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ মিলিয়ন, ই-গভর্নমেন্ট ছিল নগণ্য, ২০০৭ সালে আইসিটি রপ্তানি ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং আইসিটি মানবসম্পদ ছিল ১ লাখেরও কম। ই-কমার্স-এর ব্যবহার প্রায় ছিল না বললেই চলে এবং অনলাইন পেমেন্ট-এর পরিমাণও খুবই কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনসমূহ জানিয়ে দেয় আমাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ১৪ বছরে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা পুরস্কার এসেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তথ্যসেবার ডিজিটালাইজেশন, কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সেবায় মানুষের ব্যাপক সংখ্যক অন্তর্ভুক্তিসহ নানা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫টিরও বেশি মর্যাদাকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। এসব অগ্রগতি, সাফল্য ও অর্জন ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসকে সকলের সামনে আরও তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলে ধরে।

বিগত ১৪ বছরের প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এখন পরিপূর্ণ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। এ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হবে ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের ভিত্তিমূল। সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, আইটি খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন দেশের আইটি খাতের এই চারটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সময়োপযোগী আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্র, গাইডলাইনের উপর ভিত্তি করে। মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আইটিখাতে বিপুল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তায়নসহ সময়োচিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে স্তম্ভগুলি প্রতিনিয়ত শক্তি অর্জন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু দেশে নয়, সারাবিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে; এবং আমরা সবাই ডিজিটাল বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

লেখক : সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সাইবার জগতে আমরা কতটা নিরাপদ

অজিত কুমার সরকার

ওয়েস্টফালিয়ান সার্বভৌমত্ব বা প্রতিটি জাতিরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইনস্বীকৃত সার্বভৌম সীমানা রয়েছে। ইন্টারনেট সনাতনী ওয়েস্টফালিয়ান সার্বভৌমত্ব বা রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে নতুন এক বিশ্বের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার নাম সাইবার বিশ্ব (জগৎ)। এর ফলে প্রতিটি রাষ্ট্র হয়েছে বিশ্বগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ইন্টারনেটভিত্তিক এই বিশ্বগ্রামের কোনো সীমানা বা অঞ্চল নেই। কানাডিয়ান দার্শনিক মার্শাল ম্যাকলুহান বিশ্বগ্রামের ধারণা দিয়েছেন এভাবে- যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন পরস্পর সহজে যোগাযোগ, কথোপকথন, গণমাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং ক্রমেই একটি একক কমিউনিটিতে পরিণত হয়। সাইবার জগৎ বা অনলাইন জগৎ বা বিশ্বগ্রাম যা-ই বলি না কেন; মানুষের সমাজ এবং শিল্প ক্রমেই সাইবার জগতের ওপর বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ফলে সাইবার জগৎ ভৌত জগতের একটি কেন্দ্রীয় এবং অন্তর্নিহিত উপাদান হয়ে উঠেছে। চিন্তাবিদ ইউভাল নোয়া হারারির ভাষায়, এই অনলাইন জগৎ যেন এক অদৃশ্য স্বয়ম্ভূ শক্তি হয়ে মানুষকে চালাচ্ছে। তথ্য, ধারণা ও ব্যবসার জন্য মানুষ দ্বারস্থ হচ্ছে অনলাইন শক্তির কাছে।

প্রশ্ন হলো, সাইবার জগতে আমরা কতটা নিরাপদ? বিশেষ করে হ্যাকিং, অর্থ ও ডাটা চুরি, প্রপাগান্ডা, সাইবার বুলিংয়ের মতো ঘটনা শুধু বাংলাদেশ নয়, তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলোর জন্যও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে উদ্বেগের মাত্রাটা আরও বেড়ে যায় তখন, যখন আমরা দেখি হ্যাকিং ও ডাটা চুরিতে রাষ্ট্রগুলো যুক্ত হচ্ছে। কোনো কোনো রাষ্ট্র সাইবার জগতে এক ধরনের 'অদৃশ্য' যুদ্ধে লিপ্ত। যাকে বলা হচ্ছে, সাইবার জগৎ বা পঞ্চম ডোমেইনের (ক্ষেত্র) যুদ্ধ। বলা হচ্ছে, মানুষ এতদিন জল, স্থল, আকাশ, মহাকাশ- এই চার ক্ষেত্রে যুদ্ধ দেখে আসছে। আর এখন দেখছে সাইবার জগতের যুদ্ধ। এ জগতের যুদ্ধে রাষ্ট্রগুলোর যুক্ততা নিয়ে বিশ্বখ্যাত দ্য ইকোনমিস্টের ২০১০ সালের ১ জুলাই সংখ্যায় 'ওয়ার ইন ফিফথ ডোমেইন' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। মূলত এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে মানুষ প্রথম জানল সাইবার জগতে দেশগুলো যুদ্ধে লিপ্ত। প্রতিবেদনে বলা হয়, সোভিয়েত গুপ্তচররা কানাডার একটি ফার্ম থেকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম চুরি করেছিল। কিন্তু সিআইএ সিস্টেমটি একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আগেই ম্যানিপুলেট করে রেখেছিল। সে কারণে সাইবেরিয়ার গ্যাস পাইপলাইনে এটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। এটি ছিল একটি বড় ধরনের নন-নিউক্লিয়ার বিস্টেম্ফারণ। আকাশ থেকেও আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যায়। ঘটনাটির কথা ২০১০ সালে প্রকাশ পেলেও সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন প্রায়ই একে অপরের বিরুদ্ধে গোপনীয় ডাটা চুরির অভিযোগ আনছে।

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সাইবার যুদ্ধ প্রকট রূপ ধারণ করেছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যেই সাইবার জগতে অপরাধ সংঘটিত করছে। কেউ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য, অর্থ ও প্রতিষ্ঠানের ডাটা চুরি করছে; কেউ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, কেউ নারীর প্রতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। আবার কেউ রাজনৈতিক স্বার্থে কম্পিউটেশনাল প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্যাকারদের লক্ষ্য থাকে অর্থ ও ডাটা চুরি। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়াও অনেক হ্যাকারের লক্ষ্য। ২০১০ সালে সাংবাদিক ও কম্পিউটার হ্যাকার বলে পরিচিত জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ 'উইকিলিকস' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গোপন মার্কিন দলিল ফাঁস করে বিশ্ব কাঁপিয়ে দেন। র‍্যানসামওয়্যার ভাইরাস পাঠিয়ে কম্পিউটারের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অর্থ দাবি করা হচ্ছে। এর নেপথ্যেও রয়েছে হ্যাকাররা। সাইবার জগতে অপরাধের কারণে ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। মেধাস্বত্ব ও ব্যবসায়িক তথ্য চুরি, সাইবার অপরাধ, সেবা প্রদানে বাধা, হ্যাকিং ইত্যাদি কারণে বিশ্বে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার। (ম্যাকাফি ও সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের গবেষণা, জুলাই ২০১৩)।

কিন্তু আমাদের সবচেয়ে উদ্বেগের জায়গাটা কোথায়, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, হ্যাকাররা দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং করপোরেট হাউসগুলো তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যে কোনো মুহূর্তে হ্যাকারদের আক্রমণের শিকার হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করেছেন। তাঁর এই আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়, এর প্রমাণ বেক্সিমকোসহ কয়েকটি করপোরেট হাউস হ্যাকারদের আক্রমণের শিকার হওয়া।

দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষকে টার্গেট করে রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। যাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল প্রপাগান্ডা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচারের নানা উপাদানে ঠাসা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী এবং ক্ষমতাসীনদের টার্গেট করেই অপপ্রচার ও কুৎসা রটানো হচ্ছে বেশি। ইউটিউব ও ফেসবুকে অপপ্রচারের ভিডিওগুলোর অধিকাংশই বিদেশ থেকে অথবা ভুয়া আইডি ব্যবহার করে আপলোড করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও নারীর প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো ক্ষতিকর পোস্ট সমাজে অস্থিরতা তৈরি করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামুর বৌদ্ধ মন্দির, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর এবং কুমিল্লার পূজামণ্ডপে হামলার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উস্কানিমূলক পোস্ট দিয়ে মানুষের মধ্যে সেন্টিমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল। ছেলে ধরার গুজব ছড়িয়ে রেনুকে হত্যা, নারীর ছবি ম্যানিপুলেট করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটছে। সাইবার জগতে আলোচ্য উদ্বেগজনক ঘটনাগুলোর প্রতিকার নিয়েই যত দুশ্চিন্তা। ২০১৬ সালে হ্যাকাররা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে ৮১ মিলিয়ন ডলার চুরি করার পর অনলাইন কার্যক্রমকে নিরাপদ রাখতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- ব্যবহারকারীকে অনলাইনে নিরাপত্তা প্রদান করা, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তথা 'কেপিআই'-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদান নিরাপদ করা, তথ্য ও ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গুণগত মানের সফটওয়্যার ব্যবহার। গড়ে তোলা হয়েছে সাইবার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম-সার্ট। এসব উদ্যোগের সুফল মিলছে। সার্টের দক্ষতার কারণেই ২০২১ সালের জুনে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২০ এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৩তম। এর আগে ছিল ৭৮। অর্থাৎ বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশ ২৫ ধাপ এগিয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও দেশব্যাপী সাইবার সচেতনতা তৈরির কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের 'এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি' প্রকল্প।

লেখক *সিনিয়র সাংবাদিক*

আইসিটি নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT DoICT

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ ১২ই ডিসেম্বর

প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা ও স্বপ্নের ফসল ডিজিটাল বাংলাদেশ

মো: মোস্তফা কামাল

বিশ্বখ্যাত লেখক ও সমালোচক অস্কার ওয়াইল্ডের একটি উক্তি আছে, "স্বপ্ন দেখা মানুষরা চাঁদের আলোতে পথ খুঁজে নিতে পারে; আর তাঁরাই সবার আগে ভোরের সূর্য ওঠা দেখতে পায়"। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইশতেহারে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা দিয়েছিলেন, সেটিকে তখন অনেকেই অলীক কল্পনা বলে উপহাস করেছিল। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই ঘোর অমানিশার মাঝেও স্বপ্ন দেখার সাহস করেছিলেন এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপের দ্বারা তিনি আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশের আলোয় উদ্ভাসিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তা ও স্বপ্নের ফসল ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দিন বদলের সনদ রূপকল্প ২০২১ এর মূল উপজীব্য হিসেবে এর আবির্ভাব। আর এই দিনবদলের সনদে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণকে অন্তর্ভুক্ত করায় যিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি খ্যাতিমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আর্কিটেক্ট ।

১৩ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভঃ কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশনকে ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করার ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। ইতোমধ্যে ২ হাজার ৬শ'টি ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। চালুকৃত সরকারি হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের সংখ্যা-২১টি। দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি ১৪ লক্ষ+। আইসিটি অধিদপ্তরের তত্বাবধায়নে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৬০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ৯০০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন লক্ষ্যে ১০,৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ মেধা ও শক্তি ব্যবহার করে ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" পোর্টাল তৈরি করেছে আইসিটি অধিদপ্তরের প্রোগামারদের একটি টিম। অন্যদিকে আইসিটি বিভাগের তৈরিকৃত সেন্ট্রাল এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CAMS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লক্ষ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে ৮হাজার ৮শ' ১২টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং ৬শ'রও বেশি সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত নাগরিকদের ই-সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এ মানবিক রোবট সোফিয়াকে এনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন সম্পর্কে দেশের মানুষকে পরিচিত করে তোলা। তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অবমুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা যে কতোটা দূরদর্শী ছিল তা আজ এর সফল বাস্তবায়নে প্রমাণিত। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ এমন কোন খাত নেই যেখানে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান হচ্ছে না। দেশে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে সরকারি-বেসরকারি নানা সেবা। প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষের অভিযোজন ও সক্ষমতায় গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর হচ্ছে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। আর তাই বলা হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার আধুনিক রূপ ডিজিটাল বাংলাদেশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদর্শিতার দিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশ ও রাষ্ট্রনেতাদের চেয়ে যে এগিয়ে তারও প্রমাণ আমাদের সামনে রয়েছে। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্ল্যান ঘোষণা করেন। এর আগে ব্রিটেন পরিকল্পিতভাবে ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম শুরু করে। আর বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন তাদের অনেক আগে ২০০৯ সালে। শুধু ডিজিটাল বাংলাদেশ নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ ও ভিশন ২০৩০ এর বাস্তবায়ন করছেন। ডেল্টা এলাকার উন্নয়নে বাস্তবায়ন করছেন ডেল্টা প্ল্যান ২১০০।

এটা অনস্বীকার্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে খ্যাতিমান তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, ভাবনা ও সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই পরামর্শে দেশেই প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের জন্য নীতি সহায়তাসহ নানা সুবিধা দেওয়া হয়। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা হয়। হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয় এবং আইটি/ আইটিইএস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে দেশেই তৈরি হচ্ছে বিশ্বমানের ডিজিটাল ডিভাইস বা পণ্য। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অবকাঠামো উন্নয়নসহ সরকারের বিনিয়োগ বান্ধব উদ্যোগ, প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা প্রদানের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে হাই-টেক পণ্য উৎপাদনের আকর্ষনীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশের হাই-টেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে দেশ-বিদেশের নামী-দামী কোম্পানী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার পণ্য উৎপাদন করছে।

প্রযুক্তিপণ্যে উৎপাদক বা রপ্তানীকারক দেশ হওয়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশে ইতোমধ্যে 'মেইড ইন বাংলাদেশ-আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাটেজি প্রণয়ন করেছে। প্রথমে স্ট্যাটেজি করা হলেও আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'মেইড ইন বাংলাদেশ-আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি পলিসি' প্রণয়ন। 'মেইড ইন বাংলাদেশ-আইসিটি ইন্ডাষ্ট্রি স্ট্রাটেজি' এমন একটি দলিল যাতে স্থানীয়ভাবে গুণগতমানের ডিজিটাল পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর ফলে আমদানি নির্ভরতা কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। খসড়ায় রয়েছে ৬৫ টি কর্মপরিকল্পনা। যা তিন মেয়াদে অর্থাৎ স্বপ্ন মেয়াদ ২০২১ থেকে ২০২৩, মধ্য মেয়াদ ২০২১ থেকে ২০২৮ এবং দীর্ঘ মেয়াদে ২০২১ থেকে ২০৩১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে। স্বপ্ন মেয়াদে এমন কিছু কাজের বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে যা সময়ের দাবি। যেমন ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে ৫ লক্ষ দক্ষ মানুষ তৈরি ও গুণগতমাণের পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য টেস্টিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।

আইন, নীতি সহায়তা এবং বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে দেশে ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে দেশের আইসিটি রপ্তানী ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে ১.৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানী ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার।

একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির নেপথ্যের নানা কারণ থাকে। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় দূরদর্শিতা, গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, সুপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে আন্তরিকতা এ চারটি বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনি দূরদর্শিতা ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নানা খাতের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রযুক্তির ভিত রচনা করে গেছেন। ভেবে অবাক হতে হয়, সেই ১৯৭৫ সালেই তিনি রেডিও-টেলিভিশন প্রযুক্তি পণ্য দেশে উৎপাদনের নির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধু দেশেই যে প্রযুক্তির ভিত রচনা করে গেছেন তার ওপর দাঁড়িয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেন। বাংলাদেশকে প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদকের দেশে পরিণত করার নানা উদ্যোগের বাস্তবায়ন করায় 'মেইড ইন বাংলাদেশ' লেখা পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। যা আমাদের জন্য শুধু মর্যাদাকরই নয়, গর্বেরও।

এই সময়ে বাঙালি জাতির জীবনের অর্জনের তালিকা অনেক সমৃদ্ধ। আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের সুপারিশ পেয়েছি। ন্যায্য, সত্য ও মানুষের কল্যাণের পক্ষে সোচ্চার দূরদর্শী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২৬ সালেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হবে উন্নয়নশীল দেশ। আর ২০৪১ এর আগেই হবে উন্নত দেশ।

লেখক: মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

একটি ছবির মূল্য

লুৎফর রহমান

১৯৬৬ সাল থেকে আমি রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ১৯৭০ সালে বেতারের একজন কর্মচারি দুপুর বেলায় রেকর্ডার ও টেপ নিয়ে রেডিও থেকে বের হচ্ছে- এমন সময় আমি জিজ্ঞেসা করলাম কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাবে বললেন, ডিআইটিতে (টেলিভিশন সেন্টারে)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে তার কর্মসূচি জনগণকে রেডিও টেলিভিশন হতে সরাসরি জানাবেন প্রাক্তন পরিচালক আলিমুজ্জামান চৌধুরী আমাকে বললেন তুই যাবি তো তোর ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যা। আমি তাড়াতাড়ি শাহবাগের মোড় হতে রিকশা করে ডিআইটি ভবনে রওনা হলাম। সেখানে পৌছে দেখি আবদুল্লাহ আল মামুন এবং আতিকুর হক চৌধুরী রেকর্ডিংয়ের কাজে ব্যস্ত। ঐ রুমে একটি চেয়ার ও মাঝারি একটি টেবিল আছে। টেবিলের উপর একটি পানির গ্লাস রাখা ছিল।

কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু এসে দাঁড়াতেই আমরাও সকলে উঠে দাঁড়ালাম এবং সালাম দিলাম। তিনি চেয়ারে বসলেন। হাতে একটি কাগজ ছিল। বঙ্গবন্ধু মুখ নিচু করে কাগজটায় চোখ বুলাচ্ছেন, এর মধ্যে ক্যামেরার সাহায্যে ফ্লাশ দিলাম, তিনি তাকিয়ে দেখলেন আমাকে। তার সঙ্গে যারা ছিলেন তারা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আগে রেকর্ড করা হয়ে যাক, তারপর ছবি নিন। বঙ্গবন্ধু বললেন, ওকে (আমাকে) আগে ছবি তুলতে দাও, তা না হলে মাঝে মাঝে বিরক্ত করবে। এমন সময় এক কাপ চা টেবিলে এসে গেল। বঙ্গবন্ধু চায়ে চুমুক দিতেই আমি একটা স্লাপ নিলাম। তিনি চশমা পরে ও খুলে আমাকে কয়েকটা ছবি তোলার সুযোগ দিলেন। তখনও পাইপটা টেবিলের উপরে অ্যাশট্রেতে রাখা ছিল। আমিও একটার পর একটা ছবি তুলতে থাকি। ছবি তোলা শেষ হলে আমাকে বললেন, এবার কি তোর ছবি তোলা শেষ হয়েছে? এখন তুই যা, আমাকে ছবি দিবি। তিন থেকে চার দিন পর বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাসায় ছবি পৌঁছে দিলাম। আমার নিজেরও ভীষণ ভাল লাগছিল সে সময়।

স্বাধীনতার উত্তর সময়ে যে সব ব্যাংক নোট ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত হয় যে, বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ নোট বের করার জন্য ভাল ছবির প্রয়োজন। তাই সে সময় চিত্র গ্রাহকদের কাছে ছবি চাওয়া হল। আমিও সেই মোতাবেক ১৯৭০ সালে ডিআইটি ভবনে তোলা একটি ছবি জমা দিলাম প্রেস সচিবের হাতে। কার তোলা ছবি নোটে ছাপা হবে কেউ জানে না। সবার মত আমিও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলাম কবে আমার তোলা ছবি নোটে দেখতে পাব। ইতোমধ্যে ফলাফল বের হয়েছে কিন্তু তা আমার কাছে এসে পৌছায়নি। ১৯৭২ সালে (ছবি জমা দেবার কিছুদিন পর) মহাখালীর প্রতিচ্ছবি স্টুডিও এর সামনে পুলিশসহ একটি জিপ এসে থামল এবং জিজ্ঞেস করল, ফটোগ্রাফার কে? পুলিশ দেখে ভয়ে চুপ করে ছিলাম, আমার কর্মচারি বলে দিল (আমাকে উদ্দেশ্য করে) ফটোগ্রাফার লুৎফর রহমান। তারা আমাকে বলল, আপনি গাড়িতে ওঠেন। আমি জিপে উঠে বসলাম এবং তারা আমাকে রমনা গার্ডেনের উল্টো দিকে বঙ্গবন্ধুর সরকারি বাসভবনে নিয়ে গেলেন। জিপ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লোকজন সেখানে জুটল। আমার তো ভীষণ ভয় হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমাকে ভেতরে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দেশি-বিদেশি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে ছিলেন, কয়েকজন ক্যামেরাম্যানও ছিলেন। আমি সালাম দিতেই বঙ্গবন্ধু সেই ছবিটা দেখিয়ে বললেন, এই ছবিটার নেগেটিভ আছে। আমাকে দিবি। মনের মধ্যে এতক্ষণ যে ভয়টা পুষে রেখেছিলাম তার অবসান ঘটল।

একজন বিদেশি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, নেগেটিভ কি পাওয়া গেছে? বঙ্গবন্ধু বললেন ইয়েস (পাওয়া গেছে)। বঙ্গবন্ধু আমাকে আরও জিজ্ঞেস করলেন, তুই এই নেগেটিভ হতে কাউকে ছবি দিয়েছিস? আমি বললাম, আওয়ামী লীগের কর্মী তিনজনকে দিয়েছি, তারা আমার বাসার কাছেই থাকেন। রাত্রি তখন নয়টা-দশটা হবে, তিনি আমাকে বললেন, তুই গাড়ি করে এদের সঙ্গে যা, তোকে আর আসতে হবে না, ছবি তিনটা এবং নেগেটিভটা এদের হাতে পাঠিয়ে দিবি। আমি প্রথমে বাসা থেকে নেগেটিভটা নিলাম এবং পরে তাদের বাসা থেকে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি তিনটা ফেরত নিয়ে রাতেই তাদের হাতে পাঠিয়ে দিলাম।

বিদেশি লোকটি আমাকে আমার পরিচয় নিয়ে ডেকে পাঠালেন বর্তমান শেরাটন হোটেলে। এই হোটেলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল আমার কর্মস্থল 'বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা'। আমি হোটেলে গেলাম, হোটেলের এজিএম হান্নান সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। আমি তার কাছেই আগে গেলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার রুমে গেলেন, সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল। এরপর তিনি আমাকে বললেন, বঙ্গবন্ধুর ছবি বাবদ আপনি কত টাকা চান?' তার প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর ছবি বিক্রি করা অসম্ভব, আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে চান তবে একটা ভাল ক্যামেরা দিতে পারেন। তিনি আমার কথাগুলো লিখে নিলেন তার নিজের প্যাডে। এর প্যাডে লেখা কাগজটা আমাকে দিয়ে সই করিয়ে তিনি নিজের কাছে এক কপি রাখলেন এবং আমাকে একটা কপি দিলেন। প্যাডটা দেখে আমি বুঝতে পারলাম তিনি ইংল্যান্ডের অধিবাসি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে কি করবেন? তিনি বললেন, বাংলাদেশি টাকায় বঙ্গবন্ধুর ছবি ছাপা হবে। তখনই আমি বুঝলাম, তিনি টাকশালের একজন কর্মকর্তা। আমি সেই সময় আরও বুঝতে পারলাম, এতদিন যে ছবি নোটে দেখতে পাব বলে রূদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম তার অবসান ঘটবে খুব শিগগিরই। মাস দুয়েক পর পুনরায় সেই বিদেশি ঢাকায় এসেছেন। এবার আমি একা গেলাম না। আমার বন্ধু কাজী ওয়াদুদকে সঙ্গে নিলাম। আমাকে দেখেই হাসি খুশি হয়ে বিদেশি বললেন, ভাল আছ? সোফায় বসতে বললেন, বেয়ারা এল, চা-বিস্কুট খেতে দিল, আমরা খেতে থাকলাম। ভদ্রলোক একটা ছোট্ট টাইপ মেশিন বের করলেন এবং প্যাডে ক্যামেরা হস্তান্তরের বিষয়ে কিছু কথা লিখলেন। এরপর তিনি তার বেডশিটের মাথার পাশ থেকে একটা বড় আমাকে দিয়ে বললেন, তুমি খোল। সেই বক্সে ছিল একটি ব্রান্ড নিউ ক্যামেরা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, খুশি হয়েছ? খুশি হয়েছি। টাইপ করা কাগজটা আমাকে সই করতে বললেন। আমি সই করে দিলাম। সেই সঙ্গে তিনি আমার হাতে পঁচিশটা ফিল্ম দিলেন। ফিল্মের গায়ে লেখা ছিল বুটস, হ্যাডরোডস (হ্যাডরোডস লন্ডনের একটি বিখ্যাত দোকানের নাম)। তিনি আমাকে ক্যামেরা দেবার সময় নিজের ক্যামেরাটা ঠিক করে আমার সঙ্গের বন্ধুটির হাতে দিয়ে বললেন, এই বোতামে টিপ দিবেন। আমিও বললাম, আমার ক্যামেরায় ঐ একই ছবি তুলে নিন। সেই ছবির নেগেটিভ আমি এখন যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছি। সুদূর লন্ডন থেকে নিয়ে আসা ঐ ক্যামেরার সাহায্যে আমি বহুবার বঙ্গবন্ধুর ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম। দুই-তিন মাস পর বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি আমিনুল হক বাদশা সচিবালয়ে ফোন করে আমাকে ডাকলেন। তিনি ফোনে আমাকে বলেছিলেন, 'গেটে আপনার পাস দেয়া থাকল' নাম বললেই আপনাকে ঢুকতে দেবে। গেট দিয়ে সোজা প্রধানমন্ত্রীর দফতরে চলে আসবেন। সেই মত আমি চলে গেলাম। ভেতরে ঢুকতেই বাদশা সাহেব আমাকে একটা নতুন দশ টাকার নোট দেখিয়ে বললেন, এই যে আপনার তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবি টাকায় ছাপা হয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন, এই টাকাটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় পুরস্কার সব জায়গায় সবার হাতে হাতে আপনার তোলা ছবি থাকবে। সত্যি আপনি বড় ভাগ্যবান। সৃষ্টি কর্তার অসিম কৃপায় তাই, আমার তোলা ছবি সবচেয়ে মূল্যবান জায়গায় স্থান পেয়েছে। একজন ফটোগ্রাফারের জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়ার আর কী হতে পারে! একদিন আমি থাকব না এই পৃথিবীতে। কিন্তু আমার তোলা ছবি দিয়ে যে টাকা ছাপা হয়েছিল তা নষ্ট হবে না কোনদিনই। আজও সেই মুদ্রা রয়ে গেছে। সবকিছুই পরিবর্তনশীল, সময়ের তাগিদে হয়ত তা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কোন শক্তি তা একেবারে বিলীন করতে পারবে না। বাংলার আনাচে-কানাচে দেশে ও বিদেশে কোথাও না কোথাও থাকবেই। বঙ্গবন্ধুর ঐ একটি ছবির কারণেই ভাগ্য নির্ধারক আমার ভাগ্যে এনে দিয়েছেন অনেক সম্মান ও খ্যাতি। এ আমার পরম পাওয়া। সেসব স্মৃতি এখন আমাকে নাড়া দেয়। তাই আমার কাছে ঐ একটি ছবির মূল্য অ-নে-ক অ-নে-ক বেশী। ব্যক্তিগত জীবনে হাসিখুশী সদালাপী লুৎফর রহমান ১ পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। তার পুত্র মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু দেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এক কন্যা অস্ট্রেলিয়াতে আছেন। বাকী দু'জনকে প্রতিষ্ঠিত ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। প্রখ্যাত এই আলোকচিত্রী ২০০৬ সালে মারা যান।

লেখক প্রবীণ আলোকচিত্র শিল্পী
বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশে ডিজিটাল কনটেন্টের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রঃ ভিজুয়্যাল ইফেক্টস বা VFX

মোঃ সুলতান মাহমুদ

বেশীরভাগ মানুষ এখন বিভিন্ন তথ্য এবং কনটেন্ট ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পেতে চায়। তারা খবর পড়তে স্মার্টফোন, ভিডিও দেখতে ট্যাবলেট, অনলাইনে সিনেমা স্ট্রিমিংয়ের জন্য ল্যাপটপ/স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পছন্দ করে। পুরাতন Supply driven content model এখন on demand content model দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, কখন কোন কনটেন্ট দেখতে হবে তা ভোক্তা নিজেই নির্ধারণ করে। ফলে, স্থানীয় ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্টের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব বাজারে ভোক্তারা তাদের নিজ ভাষায় তৈরি বিনোদন, তথ্য, ভিডিও এবং অন্যান্য কনটেন্ট উপভোগ করতে চায়। উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস সর্বস্তরের জনগণের কাছে সহজলভ্য হওয়ার ফলে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ডিজিটাল কনটেন্ট এর একটি উচ্চ চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল কনটেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এখনও নবীন। এখানে কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বেশীরভাগ কাজ করে বিজ্ঞাপন তৈরি, বিপণন সংক্রান্ত এবং গতানুগতিক মাধ্যমসমূহের জন্য।

একটি ডিজিটাল যন্ত্রে যেসকল তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করা যেতে পারে সবগুলোকেই ডিজিটাল কনটেন্ট বলা হয়। ই-বুক, বিভিন্ন বিষয়ে এনিমেটেড টিউটোরিয়াল, বিভিন্ন ধরণের অনলাইন লেসন (lesson), এনিমেটেড কার্টুন, গান, সিনেমা, বিভিন্ন ধরণের ভিডিও ইত্যাদিকে ডিজিটাল কনটেন্ট বলে অভিহিত করা হয়। ডিজিটাল কনটেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল শিল্প। বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল কনটেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে ভিজুয়্যাল ইফেক্টস বা VFX-এর ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। Visual Effects (VFX) হলো এমন ধরণের effect যা পুরোপুরি কম্পিউটারে তৈরি করা হয়। কম্পিউটার গ্রাফিক্স (CG) বা Computer-generated imagery (CGI) ও বলা হয়ে থাকে। VFX ইফেক্ট তৈরি করা হয় Post-Production এ। অর্থাৎ ক্যামেরা দিয়ে শুটিং শেষ করার পর VFX এর কাজ শুরু হয়। ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট বাস্তবের সাথে কম্পিউটার গ্রাফিক্সকে মেলানো হয়। সেজন্য ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট এনিমেশন থেকেও জটিল। এছাড়াও ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট এখন আর একটা বা দুইটা সফটওয়্যারের গন্ডিতে আটকে নেই। এটা বিশাল একটা

জগত হয়ে গেছে; বিমান থেকে মানুষ পড়ে যাচ্ছে কিংবা কোন বড় ধরণের বিস্ফোরণ ঘটছে ইত্যাদি সবই VFX দিয়ে করা হয়। ভিএফএক্স প্রযুক্তি সিনেমা, গেমিং, বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্প হলিউড বা বলিউডের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে আমাদের দেশীয় সিনেমাগুলো যেমন স্থানীয় বাজারকে টানতে পারছে না তেমনি বিদেশীদের আকৃষ্ট করতেও ব্যর্থ হচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক সিনেমা হল এবং কর্মহীন হয়ে পড়ছে অনেক লোক। আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের পিছিয়ে থাকার একটি বড় কারণ হচ্ছে মানসম্পন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব। গার্ডিয়ান অব দ্য গ্যালাক্সি-টু, ড. স্ট্রেঞ্জ, ক্যাপ্টেন আমেরিকা-সিভিল ওয়ার, অ্যাংরি বার্ডস ২, ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান সহ হলিউডের নামকরা সব মুভির দুর্দান্ত দৃশ্যসমূহ যা ক্যামেরায় ধারণ করা সম্ভব নয়, তা হচ্ছে ভিজুয়্যাল ইফেক্টস ফলাফল। বলিউড বর্তমানে VFX, Animation এর মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষিণ এশিয়ার বাজার দখল করার পাশাপাশি আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। আমরা এসকল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করলেও দেশীয় দক্ষ জনবলের অভাবে বিদেশ থেকে এসব বিষয়ে দক্ষ লোকবল আমদানি করতে হচ্ছে বা ইডিটিং করিয়ে আনা হয় পার্শ্ববর্তী দেশ হতে যা বাড়িয়ে দিচ্ছে চলচ্চিত্র নির্মাণ খরচও।

বর্তমানে আমাদের দেশে তরুণদের আয়ের উৎস হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কনটেন্ট লেখা, ডিজিটাল মার্কেটিং, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ক্রিয়েটিভ ডিজাইনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সাররা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। VFX হতে পারে আমাদের তরুণ ফ্রিল্যান্সারদের একটি আকর্ষণীয় অনলাইন জব ক্ষেত্র। ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট শিল্পীদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন ভিএফএক্স শিল্পীর মজুরি প্রতি ঘন্টায় ২৭ মার্কিন ডলার (২৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত), কিন্তু বেতনের পরিসীমা সাধারণত ২৪ এবং ৩০ মার্কিন ডলার এর মধ্যে।

দিন দিন VFX-এর ব্যবহার জনপ্রিয় হচ্ছে। সারা দুনিয়ার চলচ্চিত্রে যখন VFX বা ভিজুয়্যাল ইফেক্টের জয়জয়কার তখন সবে মাত্র আমরা এ ক্ষেত্রে যাত্রা শুরু করেছি। Digital Domain, Weta Digital, Industrial Light & Magic (ILM) এর মত আর্ন্তজাতিক VFX Studio গুলোতে তৈরি করছে উন্নতমানের Visual Effects। এ সকল Studio গুলোতে কাজ করছে হাজার VFX আর্টিষ্ট। এদের অনেকেই আসছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হতে। হলিউডের মুভিতে কাজ করে ওয়াহিদ ইবনে রেজা, নাফিস বিন জাফরের মত বাংলাদেশের তরুণরা অর্জন করেছে সম্মানজনক আর্ন্তজাতিক পুরস্কার। আশা করা যায়, আমাদের দেশেও এ ধরনের VFX Studio গড়ে উঠবে। আমাদের দেশেও এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারলে যেমন বেকারত্ব হ্রাস পাবে তেমনি সুযোগ সৃষ্টি হবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের।

লেখক ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ ১২ই ডিসেম্বর
প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

"শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ৫০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান) "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" ও ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" গত ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ ও অবদান এবং স্মৃতি বিজড়িত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের শোকাবহ ইতিহাস সম্পর্কে সারাদেশের লাখো ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, তরুণ-তরুণী এবং জনসাধারণের নিকট উপস্থাপন, উজ্জীবিতকরণ, অবহিতকরণ ও আগ্রহীকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত সকল কম্পিউটার ল্যাবসমূহকে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট গুণগত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবর্তিত শিক্ষা বিজ্ঞান Pedagogical change in education), ভবিষ্যৎ শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন (Architectural design of school, Critical thinking & problem solving) বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত রূপদান করাই হচ্ছে "স্কুল অব ফিউচার" এর মৌলিক ভিত্তি। এই দূরদর্শী লক্ষ্য বাস্তবায়নে গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে নিত্যনতুন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, ডিজিটাল কনটেন্ট, সফটওয়্যার, স্কুল অব ফিউচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় উপযোগী নিত্যনতুন প্রযুক্তি (3D Printer, MR Tools, রোবটিং, প্রোগ্রামেবল প্লেয়িং যন্ত্রপাতি) ইত্যাদি সমন্বিত স্মার্ট ক্লাসরুমের সুবিধা সম্বলিত করার পাশাপাশি কোডিং এবং প্রোগ্রামিং শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে আমাদের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল, গঠনমূলক চিন্তা ভাবনা এবং উদ্ভাবনী গুণাবলী সম্পন্ন করার সাথে সাথে আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান প্রদান এবং ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ করার লক্ষ্যে এই শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার। শিক্ষা, স্থাপত্য এবং প্রযুক্তি এই তিন ধারণার উপর ভিত্তি করে শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের এর উপাদান সমূহ গুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি বিশেষ করে ন্যানো, ক্লাউড, আইওটি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন, ব্লকচেইনের মতো নিত্যনতুন প্রযুক্তির পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক্স, মাইক্রোচিপ ও রোবটিক্স এর অনন্য সংযোজনের ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দিত, আগ্রহী, অজানাকে জানার এবং ব্যবহারের সুযোগের মাধ্যমে উজ্জীবিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে লেগো সেট, আরডুইনো স্টার্টার কিট, ব্রিক পাই সেট, মেক ব্লক আল্টিমেট সহ অন্যান্য প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতে কলমে ধারণা পাবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি- বিশেষ করে ন্যানো, ক্লাউড, আইওটি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ড্রোন, ব্লকচেইনের মতো নিত্যনতুন

প্রযুক্তি আমাদের চারপাশের প্রায় সব কিছু পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করবে। তাই সারাদেশের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রান্তিক পর্যায়ের তরুণ-তরুণীদের সৃজনশীলতা ও অজানা সুযোগ প্রস্ফুটিত, উজ্জীবিত এবং আগ্রহীকরণের লক্ষ্যে এই "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার"। "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের" উদ্দেশ্যই হলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগামীর প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সারাদেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" স্থাপন করা হয়।

কি থাকবে এই শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারেঃ

❖ স্কুল পর্যায়ে প্রোগ্রামিং শেখার সুযোগ সৃষ্টি: শিক্ষায় সৃষ্টিশীলতা, দক্ষতা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কর্মজীবনে উৎপাদনের দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দিয়ে ১৫০০০ ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পাইথন প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

❖ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সরবরাহ: স্কুল অফ ফিউচারের ক্লাসরুম গুলোতে প্রোগ্রামেবল প্লেয়িং ইনস্টুমেন্ট এআর/ভিআর গিয়ার এবং অন্যান্য এডভান্স লেভেলের আরডুইনো হার্ডওয়্যারসহ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সমৃদ্ধ উন্নতমানের হার্ডওয়্যার প্রদান করা।

❖ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবোটিক্স ইনস্টুমেন্ট: স্কুল অফ ফিউচারের ক্লাসরুমগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবোটিক্স ইনস্টুমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন করা।

❖ আধুনিক ও নান্দনিক ক্লাসরুম: গতানুগতিক ক্লাসরুম ধারা পরিহার করে লার্নিং স্পেস তৈরি করা হবে। লার্নিং স্পেসগুলোতে আধুনিক ও নান্দনিক পুর্নবিন্যাস যোগ্য, স্থানান্তর যোগ্য, আধুনিক ও নান্দনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র সরবরাহ ও ক্লাসরুমকে রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা।

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

যে জাতি যত বেশি প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে সে জাতির উন্নয়ন তত বেশি হবে তাই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রযুক্তিগত রূপান্তর এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ডিজিটাল আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন" শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ণের জন্য কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে ৫০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৩০০টি সংসদীয় আসনে ৩০০টি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার স্থাপনের" ব্যবস্থা করা হবে। "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচারের" বিভিন্ন ফ্রন্টইয়ার টেকনোলজিসহ ইন্টারএ্যাকটিভ স্মার্ট বোর্ড, থ্রী-ডি প্রিন্টার, আরডুইনো স্টার্টার কিট, রোবোটিং ইনস্টুমেন্ট, প্রোগ্রামেবল প্লেয়িং ইনস্টুমেন্ট, এআর/ভিআর গিয়ারসহ অন্যান্য এ্যাডভান্সড প্রযুক্তির হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার স্থাপনের সংস্থান থাকবে। এছাড়া সারাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে EDC (Establishing Digital Connectivity) প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ১০০০০ (দশ হাজার) টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" ও ১২০০ টি "শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার" স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইসিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর Ecosystem প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব অত্যন্ত কার্যকরী এবং যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করবে। সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২০২১ সালের পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার এ উচ্চতর প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ ২০৪১ সালের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ল্যাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে এই প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্প পরিচালক শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

'বিনিময়' প্লাটফর্মের উদ্বোধন করলেন সজীব ওয়াজেদ

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুফল বাংলাদেশের জনগণ পেতে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে মোবাইল ফাইন্যান্সিংসহ আরো অনেক ডিজিটাল সেবা দেশের মানুষকে উপহার দেওয়া সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা, আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে "স্মার্ট বাংলাদেশ" হিসেবে প্রতিষ্ঠায় দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। যিনি একই সাথে প্রাইভেট এবং গর্ভনমেন্ট সেক্টরকে একত্রিত হয়ে কাজ করার জন্যেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। এরই আলোকে ডিজিটাল এবং স্মার্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল পেমেন্ট দ্বারা ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃবিনিময়যোগ্যতা, কম খরচ, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বিনিময়' (Interoperable Digital Transaction Platform-IDTP) সিস্টেম চালু করেছে বাংলাদেশ সরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এই "বিনিময়"।

গত ১৩ নভেম্বর ২০২২ রবিবার রাজধানীর রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে "বিনিময়" এর উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ। তিনি বলেন, লেনদেন সহজ করতে আমরা

'বিনিময়' উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ। এসময় পাশে রয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার।

বিনিময় উদ্বোধন করেছি, এটি করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ক্যাশলেস সোসাইটি। সে লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। তিনি আরো বলেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন সব আমরা নিজেরাই করেছি। তবে ধাপে ধাপে করতে হয়েছে, সময় লেগেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। তিনি বলেন, "বিনিময়" কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্যাশলেস সোসাইটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে যাবে যার ফলে অর্থ জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন-সহ অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক অপরাধ রোধ সহজতর হবে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোবাইল আর্থিক সেবা বা এমএফএস -সহ পুরো তথ্য প্রযুক্তি খাতে বড় মাইলফলক অর্জিত হবে। "বিনিময়" কে চ্যালেঞ্জ হিসেবে না দেখে নতুন সম্ভাবনা হিসেবে দেখা হচ্ছে যা স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী ভুমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার এর সভাপতিত্বে উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ।

উল্লেখ্য যে, বিনিময় এর মাধ্যমে বিভিন্ন পেমেন্ট সার্ভিস অংশগ্রহণকারীদের যেমন: গ্রাহক, মার্চেন্ট, অর্থ প্রদান ও গ্রহণকারী, ই-ওয়ালেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর, এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের চমৎকার একটি সেতুবন্ধন তৈরি করবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি সামগ্রিক ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা হবে। এতে দেশের একটি সুশৃঙ্খল লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং জনসাধারনের ব্যয় সাশ্রয়সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ ১২ই ডিসেম্বর
প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি নিউজলেটার
পৃষ্ঠা - সাত

D-Nothi: A New Shift towards Digital Filing Management in Government Offices

Mazedul Alam

"Vision 2021; Digital Bangladesh" announcement was proclaimed in 2008. After 14 glorious and successful years, keeping up with the growing global changes, the government aims to establish a developed and prosperous country through the transition to a knowledge-based economy by 2041. In last 13 years the government has made tremendous progress in making more and more services available at the doorsteps of the people with increased digitalization where possible. For building capacity of civil-servants to become more technology savvy, the government remains steadfast in its pursuit of simplifying public services through digitization, simultaneously it is focusing on digitizing government offices across the border. The electronic filing (e-Nothi) initiative is a result of this intention which is launched in 2016 to make the government administrative duties more efficient and effortless along with the goal of establishing paperless government offices. The dream to achieve more than 20 percent of the national GDP from ICT and technology sector as like developed countries, Bangladesh will give importance to emerging, frontier and future technologies step by step by 2025, 2031 and 2041 accordingly. The established e-Nothi is transforming into D-Nothi (Digital Nothi System) with new tools and technologies along with latest technological strustures and security system.

D-Nothi: Digital Nothi System is an updated version of eNothi system. 'e-Nothi (Electronic Filing System)' is one of the most important interventions to facilitate e-Administration under e-Governance in government arena. 'e-Nothi' system is "an electronic file management system where a file in a soft form (transformed to a soft version if received in hard form) is processed and disposed electronically." The best part of d-Nothi system is that in spite of being a new structure and technical system it's coming up with the previous database of e-Nothi system. That means all the eNothi users will be migrated to D-Nothi with their existing data including ID, Password, Profile, DAK, Nothi everything.

The Latest tools and technologies used and currently available in D-Nothi are like:

- Cloud Technology for server management
- Speech to text and text to speech
- Smart Task Manager with Calendar
- Dak Box Sharing for with assistant
- OCR for quick DAK upload
- Gmail to D-Nothi quick Dak Upload
- Content searching for better and prompt search result
- Multiple gateways for sharing any attachments and docs
- Bangla Spell Checker
- Personal DAK Folder for a better management
- DAK Tagging with folder for further use in future
- Note List along with Nothi list for quick action
- Letter Dashboard for quick finding the relevant letters
- eMail Box for tracking status of sent letters to outside of d-Nothi system
- Bangla and English version of the interface
- Notification system for getting prompt update
- Smart central Guard File
- QR Code verification in issued letters
- User-friendly interfaces through SPS (service process simplification)
- Note and draft letter cloning
- Android and IoS Apps with all web features

Along with all these features the D-Nothi system is designed to be used easily by the especially abled people that means D-Nothi is now accessible for the physically challenged persons. There is also a newly designed mobile app both for android and iOS system that are developed for file approval, initiating note, drafting letter which will help for a better and more prompt response in decision making process. D-Nothi will incorporate all the following features in near future:

- Artificial Intelligence for assistance
- Voice Command for touchless controlling
- Offline version for drafting without Internet connection
- File Vault for stronger security of Nothi
- PDF signature for signing the attachments inside each page
- E-Sign for signature
- 2 step verification for login
- Chatbot Assistant

The newly designed D-Nothi system is already piloted in a2i- Aspire to Innovate Programme and completely functional. Besides a2i, currently total 807 offices are using D-Nothi (648 new offices on the other hand 159 migrated offices) till November 2022. The target is to migrate remained 11000 offices and include all the rest 8000+ new offices in D-Nothi system by 2023.

Technology is changing constantly giving new advanced tools and features rapidly and relentlessly. To keep pace with this incessant advancement, eNothi system has been updated into a new version called D-Nothi. Being conceived with such up to date tools and features, D-Nothi becomes more user-friendly and time saving. Hope D-Nothi will be the most convenient medium to establish Smart, technology oriented and proactive government offices to provide prompt public service delivery through its instantaneous decision-making process.

Writer: National Consultant, e-Nothi Team

সরকারি ই-নথি কার্যক্রম সহজ করতে কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা

সরকারি দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত নথি, ডাক ও নোট তৈরির প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করতে এটুআই চালু করেছে কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা 'লেটার বিল্ডার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২'। এসপায়ার টু ইনোভেট-এটুআই ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস-বেসিস আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত উদ্ভাবনী আইডিয়ার প্রস্তাবনা জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ। এটুআই যুগ্ম-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) নাহিদ সুলতানা মল্লিক এর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী এবং বেসিস-এর সভাপতি জনাব রাসেল টি আহমেদ।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সরকারি পত্র, অফিস স্মারক, অফিস আদেশ, পরিপত্র, আধা-সরকারি পত্র, অনানুষ্ঠানিক নোট, প্রজ্ঞাপন, ফ্যাক্স বার্তা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির জন্য ১১ ধরনের ফরম্যাট রয়েছে। মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলো থেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টেমপ্লেট ব্যবহার করা অনেক সময়সাপেক্ষ ও জটিল, এতে প্রাতিষ্ঠানিক কাজও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এসমস্যার উদ্ভাবনী সমাধানের খোঁজে 'লেটার বিল্ডার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২' প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত দপ্তরের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড টেমপ্লেট তৈরির সুযোগ এনে দেবে। যা বিতরণের মাধ্যমে পরবর্তীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক কাজের যোগাযোগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.challenge.gov.bd

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন, সরকারি অফিসের ভাষা হলো পত্র, যা তৈরির ক্ষেত্রে সচিবালয়ের নির্দেশমালা ও নির্দিষ্ট কিছু টেমপ্লেট থাকলেও এগুলো ব্যবহারের কাস্টমাইজড সিস্টেম নেই। ফলে সরকারি কর্মকর্তারা কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যায় পড়েন। লেটার বিল্ডার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত উদ্ভাবনের ব্যবহারকারী হবে সরকার, সেজন্য এর বিজনেস মডেল কেমন হবে সে বিষয়টিও চিন্তা করে দ্রুত এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনীর চৌধুরী বলেন, দেশের বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধানের খোঁজে গত দু'মাসে আজকের লেটার বিল্ডার প্রতিযোগিতাসহ মোট ৬টি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ এর আয়োজন করেছে এটুআই। লেটার বিল্ডার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২ অংশ নিয়ে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে গবেষণার সুযোগ পাবেন।

সভাপতির বক্তব্যে এটুআই এর যুগ্ম-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) নাহিদ সুলতানা মল্লিক বলেন, সরকারের কাজ করতে গিয়ে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। এর সমাধানে আজকের এই চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশীয় উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে অনেকগুলো কার্যকর সমাধান বেড়িয়ে আসবে।

বেসিস-এর পরিচালক জনাব এ কে এম আহমেদুল ইসলাম বাবু এর সঞ্চালনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ-এর ধারণাপত্র ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন এটুআই ইনোভেশন ফান্ড এক্সপার্ট জনাব নাঈম আশরাফী এবং লেটার বিল্ডার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ এর পটভূমি (সমস্যা ও সম্ভাবনা) সম্পর্কে তুলে ধরেন এটুআই এর টেকনিক্যাল সাপোর্ট এক্সপার্ট জনাব জাফরিন আহমেদ। অনলাইন এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এটুআই ও বেসিস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এবং দেশীয় উদ্ভাবনী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্ভাবকগণ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ যুক্ত ছিলেন।

২৫ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দেবে হার পাওয়ার প্রকল্প: পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার শিগগিরই ৪১টি জেলার ১৩০ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ের ২৫ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ দেবে।

রাজধানীর একটি হোটেলে আন্তর্জাতিক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন-২০২২ এর একটি আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, 'সরকার নারী শক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ২৫ হাজার নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে। তাদেরকে পাঁচ মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে চারটি ক্যাটাগরিতে (১) ১০,৪০০ জনকে IT Service Provider হিসেবে (২) ১০,৪০০ জনকে Women Freelancer হিসেবে (৩) ১,০৭৫ জনকে Women Call Centre Agent হিসেবে এবং (৪) ৩,২৫০ জনকে Women E-commerce Professional হিসেবে। তাদের অনেকে উদ্যোক্তা হবে, ফ্রিল্যান্সার হবে, কল সেন্টার এজেন্ট, ম্যানটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, ই-কমার্স প্রোফেশনাল হবে। তাদের পাঁচ মাস প্রশিক্ষণের পর আমরা একমাস ইন্টার্নশিপ ও মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করবো যাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা থেমে না যায়।' তাদেরকে সিড মানি হিসেবে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে যেনও তারা ফুড ডেলিভারিসহ যেকোনও একটি ব্যবসা খুলতে পারে। উপজেলা পর্যায়ের নারীদের প্রশিক্ষণের ফলে সামাজিক সচেতনতা গড়বে ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ ১২ই ডিসেম্বর
প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

ডিজিটাল সেন্টারকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে এটুআই

ডিজিটাল বাংলাদেশের বাতিঘর হিসেবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি-বেসরকারি সকল সেবা পৌঁছে দেওয়ার ১ যুগ উদযাপন করছে এটুআই। ডিজিটাল সেন্টারের এই দীর্ঘ পথচলার যুগপূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। একই সাথে সকল জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়েও ডিজিটাল সেন্টারের ১ যুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১: সবার জন্য স্মার্ট সেবা' শীর্ষক ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এবং ইউএনডিপি'র সহায়তায় পরিচালিত 'এটুআই' আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগ-এর সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মহঃ শের আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) এর সভাপতি ইঞ্জি. সুব্রত সরকার, বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি মো. বেলায়েত হোসেন গাজী বিল্লাল এবং ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) প্রেসিডেন্ট জনাব শমী কায়সার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর সারাদেশে ডিজিটাল সেন্টারের এই মডেল প্রতিষ্ঠা করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের স্মার্ট উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা হবে। এজন্য সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য অনলাইন ও অফলাইনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দেশের ৮৭ হাজার গ্রামে একটি করে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হবে, যাতে প্রতি ৫ কিলোমিটারের পরিবর্তে প্রতি ২ কিলোমিটারের মধ্যে একটি করে ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের হাতের নাগালে সকল সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১: সবার জন্য স্মার্ট সেবা' শীর্ষক ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর বলেন, নাগরিকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সেন্টার একটি সফল রোল মডেল হিসেবে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত। দেশব্যাপী ৮,৮০৫টি ডিজিটাল সেন্টারে পুরুষ ও নারী উদ্যোক্তা সমন্বিতভাবে বিগত ১ যুগ ধরে সরকারি-বেসরকারি সকল সেবা সহজে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এসব সেন্টার থেকে প্রতিমাসে গড়ে ৭০ লাখেরও অধিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তারা নাগরিকদের প্রায় ৮০.২৮ কোটিরও অধিক সেবা প্রদান করেছেন। যার ফলে নাগরিকদের ৭৮.১৪% কর্মঘণ্টা, ১৬.৫৫% ব্যয় এবং ১৭.৪% যাতায়াত সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অগ্রগন্য, কারণ তাদের হাত ধরেই ডিজিটাল সেবাগুলো প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব আনীর চৌধুরী বলেন, ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে নতুন নতুন জনবান্ধব সেবা যুক্ত করার লক্ষ্যে- এটুআই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে। সারাদেশের ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে দেশের সকল উপজেলার কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প হাব হিসেবে তৈরি করতে আমরা ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছি।

এটুআই হেড অব ডিজিটাল সেন্টার ও ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস স্পেশালিস্ট) জনাব তহুরুল হাসান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এটুআই এর ঊর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ এবং সারাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে সনদমুখী থেকে দক্ষতামুখী করতে হবে: পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন দেশের তারুণ্যের শক্তিকে সম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষাব্যস্থাকে সনদমুখী থেকে দক্ষতামুখী করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু গণিত, ইংরেজি বা বিজ্ঞান শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। চতুর্থ বিপ্লবের উপযোগী ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানঅর্জন করতে হবে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আশুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "ফিউচারনেশন জব উৎসব ২০২২" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জনাব পলক বলেন, আমি বিশ্বাস করি ফিউচারনেশনের টার্গেট অনুযায়ী ডিআইইউ'র জব উৎসবে তিন হাজার শিক্ষার্থীর চাকরি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন কেবল ঢাকায় নয় দেশজুড়ে এই উৎসবের মাধ্যমে ১০ লাখ চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। তিনি আয়োজকদের জেলা শহরেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২২০০ কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের জব ফেয়ার করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা করানোর অনুরোধ জানান। এজন্য আইসিটি বিভাগের অধীনে Enhancing Digital Government & Economy (EDGE) প্রকল্প রয়েছে। যেখান থেকে আমরা বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আইসিটি খাতে ২০ হাজার চাকরি দিতে চাই। আমরা আশা করছি, আইসিটি খাতে যেভাবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে তাতে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ লাখ জব টার্গেট পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এ ধরনের জব ফেয়ার করার জন্য আমরা আইসিটি বিভাগের শেখ রাসেল আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ দেবো। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে এআর, ভিআর সমৃদ্ধ ৩০০ স্কুল অব ফিউচারের অবকাঠামো ও সরঞ্জাম তারা ব্যবহার করতে পারবেন বলেও তিনি জানান।

২০৪১ সাল নাগাদ একটি জ্ঞান নির্ভর, উদ্ভাবনী বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষতা নির্ভর প্রজন্ম গড়ে তুলতে আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন এবং সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী।

জনাব পলক স্মার্ট ইউনিভার্সিটি হিসেবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই ৪টি কোর্স এর অনুমোদন নিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে কাজ শুরু করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। এই চারটি ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনীয় ল্যাব সাপোর্ট প্রয়োজন হয় আইইসিটি ডিভিশন থেকে তা দেয়া হবে।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপি বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি মিসেস ভ্যান গুয়েনের, গ্রামীণফোন লিমিটেডের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার হ্যান্স মার্টিন হোয়েগ হেনরিকসেন, ড্যাফোডিল গ্রুপের সিইও মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, ইউনিভার্সিটির একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ডিন অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল।

এছাড়াও স্বাগত বক্তব্যে রাখেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এস.এম. মাহবুব উল হক মজুমদার। উল্লেখ্য, জব উৎসবে প্রায় দেড় শতাধিক চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রামীন ফোন, বাংলালিংক, ব্র্যাক ব্যাংক, বিকাশ, প্রাণ গ্রুপ, লামারিডিয়ান, আইসিডিডিআর বি, বেসিস, ইউএস বাংলা গ্রুপ, ক্রিয়েটিভ আইটি, রঙি পেইন্ট, ডাটা সফট, মেট্রোসিম, আকিজ গ্রুপ, টেনমিনিট স্কুল উল্লেখযোগ্য।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ইউএনডিপির ফিউচারন্যাশন প্রজেক্টের যৌথ আয়োজনে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটি, বিরুলিয়ায় পর্যন্ত চলবে বাংলাদেশের অন্যতম এ বৃহৎ জব উৎসব হয়েছে।

জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ৮ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ

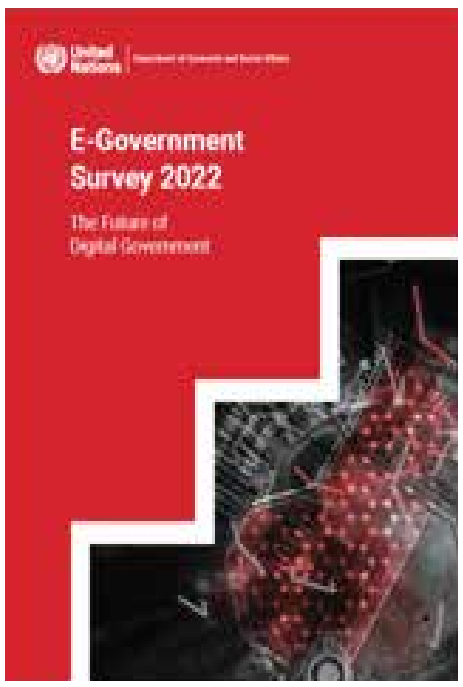

জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ী, এবছর বাংলাদেশ ১৯৩টি দেশের মধ্যে ৮ ধাপ এগিয়ে ১১১তম স্থান অর্জন করেছে, যা বিগত ২০২০ সালের রিপোর্টে ছিল ১১৯তম স্থান। অন্যদিকে, ই-পার্টিসিপেশন সূচকে বাংলাদেশ ২০ ধাপ এগিয়েছে। সারাবিশ্বে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে গত দুই বছরের বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী ই-পার্টিসিপেশনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে।

জাতিসংঘের এই ১২তম জরিপটি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে প্রকাশ করা হয়। জাতিসংঘ ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স বা ইজিডিআই-এ বাংলাদেশ ০.৫৬৩০ স্কোর নিয়ে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১১১তম স্থান এবং ০.৫২২৭ স্কোর নিয়ে ই-পার্টিসিপেশন বা ইপিআইতে ৭৫তম স্থান অর্জন করেছে। এটি ২০২০ সালের জরিপ অনুসারে ০.৫১৮৯ স্কোর নিয়ে ১১৯তম স্থান এবং ০.৫৭১৪ স্কোর নিয়ে ৯৫তম স্থানে ছিল।

জরিপটি অনলাইনে সেবা প্রদান, আইন ও পলিসি কাঠামো, ই-পার্টিসিপেশনের অবস্থার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এবং হিউম্যান ক্যাপিটালকে মূল্যায়ন করে। এটি সকল সদস্য রাষ্ট্রের ই-গভর্নমেন্ট উন্নয়ন মূল্যায়নে বিভিন্ন প্রকাশনা এবং বিভিন্ন অনলাইনের সেবা প্রদানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে থাকে। এই জরিপে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সূচকগুলো হলো ই-সেবা, টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এবং বিশ্বব্যাপী হিউম্যান ক্যাপিটাল।

এই বছরের সূচকে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ইজিডিআই মান নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। অনলাইন সার্ভিস ইনডেক্সে (ওএসআই) বাংলাদেশ ০.৬৫২১ স্কোর করেছে, টেলিকমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনডেক্সে (টিআইআই) ০.৪৪৬৯ এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনডেক্সে (এইচসিআই) ০.৫৯। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ই-পার্টিসিপেশন টুলের মাধ্যমে সারাদেশ, পৌরসভা ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার পর্যায়ে যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নয়নে কাজ করা হয়।

জাতিসংঘের এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শীর্ষ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) মধ্যে সর্বোচ্চ ইজিডিআই মান অর্জন করেছে এবং পরপর দুটি জরিপে বাংলাদেশ উচ্চ ইজিডিআই গ্রুপে রয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি সেবা প্রদানে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন ই-গভর্নমেন্ট উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শাখাবিহীন ব্যাংকিংয়ের প্রসারের মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি দেখিয়েছে। যা এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল আর্থিক পরিষেবা (এমএফএস) এর মাধ্যমে সারাদেশের ১০০ মিলিয়নের বেশি গ্রামীণ নাগরিকদের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এটুআই, ইউএনডিপি, গেটস ফাউন্ডেশন এবং কনসালটেটিভ গ্রুপ এর সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সমন্বয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় সকল ভাতার ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য একটি নাগরিকবান্ধব আর্কিটেকচার তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, নিঃস্ব মহিলাদের জন্য ভাতা, আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাসহ সকল ভাতা প্রদান ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

জাতীয় তথ্য বাতায়নে পৌরসভা এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ের ই-পার্টিসিপেশনের ট্যুলের মাধ্যমে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সুবিধা প্রদান করা হয়। ডিজঅ্যাবিলিটি ইনোভেশন ল্যাব প্রতিবন্ধীবান্ধব পণ্য ও ই-সেবা তৈরি, পরীক্ষা এবং বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা করা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সারাবিশ্বে দেশগুলোর ডিজিটাল গভর্নমেন্ট তৈরি করে তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সহজ করতে জাতিসংঘ একটি জরিপ চালায়। জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট সার্ভে ২০২২ ইউনাইটেড নেশনস ই-গভর্নমেন্ট সার্ভে ইউনাইটেড নেশনস ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউএনডিইএসএ) কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে শুরু হওয়া জাতিসংঘের ই-গভর্নমেন্ট সার্ভে রিপোর্ট প্রতি দু'বছর পর পর ইউনাইটেড নেশনস ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউএনডিইএসএ) করে থাকেন।

১০০০ নারী উদ্যোক্তা পেল আইডিয়া প্রকল্প থেকে ৫ কোটি টাকার অনুদান

স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান ২০২২ এর প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি সহ অন্যান্য অতিথিদের সাথে নারী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিগণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্প কর্তৃক "স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান ২০২২" আয়োজন করা হয়। ঢাকার আগারগাঁও শেরে-বাংলা নগরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) এর হল অব ফেইমে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে ১০০০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়নের অগ্রদূত। তিনি সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে নারী ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জেন্ডার সমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারই নিরলস পরিশ্রম এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাধারা, সংবেদনশীলতা এবং সকল কিছুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীরা দৃশ্যমানভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে।

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ সুবর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সবশেষে তিনি তথ্যপ্রযুক্তিকে আমাদের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নখদর্পণে নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এর সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি। সভাপতির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে নারীর আর্থিক সক্ষমতার গুরুত্ব তার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তা বাস্তাবায়ন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নারী ক্ষমতায়নের ও কর্ম সৃজনের অগ্রদূত। তাঁর গৃহীত নানা উদ্যোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ই-ক্যাব করোনায় ই-কমার্সকে লাইফ লাইনে পরিণত করেছেন। তাই আগামীতে প্রযুক্তির মাধ্যমে ১৮ বছরের নিচের কিশোরী উদ্যোক্তাদেরও এই অনুদান দেয়ার ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি প্রধান অতিথির পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক সংসদীয় আসনে ২জন নারী উদ্যোক্তাকেও অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন সমাজের নারীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। পলক আরো বলেন, আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে "হার পাওয়ার" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চার বিভাগে ৫ মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ২৫ হাজার স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; শমী কায়সার, সভাপতি, ই-ক্যাব এবং নাসিমা আক্তার নিশা, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, উই। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব মো: আলতাফ হোসেন।

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্যমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ও অবদান আজ বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত বিষয়। এসএমই খাতে নারীর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। স্টার্টআপদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই), উদ্যোক্তা, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, উন্নয়ন, এবং তাদের ব্যবসায়কে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত অনুদান প্রদানের এই উদ্যোগ গ্রহণ করে আইডিয়া প্রকল্প। এরই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম/ অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই শেষে ১০০০ উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়। এই আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নির্বাচিত ১০০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে আইডিয়া প্রকল্প থেকে স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান হিসেবে মোট ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত আয়োজনটি সফল করতে সহযোগী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব), উইমেন এন্ড ই-কমার্স (উই), আনন্দমেলা, উইমেন অন্ট্রপ্রিনিউরস্ অব বাংলাদেশ (ওয়েব), এসএমই ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এবং এটুআই এর একশপ। সবশেষে, ই-ক্যাব এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাজিব আহমেদ কে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক মহীয়সী ও অদম্য সাহসী নারী বঙ্গমাতা এঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষ থেকে অনুদান প্রদান উপলক্ষে গত ৮ আগস্ট ২০২২ সোমবার রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ার-এর বিসিসি অডিটরিয়ামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেখানে ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করে আইডিয়া প্রকল্প।

আমরা বাংলার মানুষ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারি: জয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ বৃহস্পতিবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA) প্রকল্প কর্তৃক "স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান ২০২২" আয়োজন করা হয়। ঢাকার আগারগাঁও শেরে-বাংলা নগরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি) এর হল অব ফেইমে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে ১০০০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়নের অগ্রদূত। তিনি সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে নারী ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জেন্ডার সমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বা রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারই নিরলস পরিশ্রম এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাধারা, সংবেদনশীলতা এবং সকল কিছুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারীরা দৃশ্যমানভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে।

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ সুবর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সবশেষে তিনি তথ্যপ্রযুক্তিকে আমাদের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে

নখদর্পণে নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এর সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি। সভাপতির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে নারীর আর্থিক সক্ষমতার গুরুত্ব তার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তা বাস্তাবায়ন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নারী ক্ষমতায়নের ও কর্ম সৃজনের অগ্রদূত। তাঁর গৃহীত নানা উদ্যোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ই-ক্যাব করোনায় ই-কমার্সকে লাইফ লাইনে পরিণত করেছেন। তাই আগামীতে প্রযুক্তির মাধ্যমে ১৮ বছরের নিচের কিশোরী উদ্যোক্তাদেরও এই অনুদান দেয়ার ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি প্রধান অতিথির পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক সংসদীয় আসনে ২জন নারী উদ্যোক্তাকেও অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন সমাজের নারীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে না পারলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। পলক আরো বলেন, আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে "হার পাওয়ার" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চার বিভাগে ৫ মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ২৫ হাজার স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; শমী কায়সার, সভাপতি, ই-ক্যাব এবং নাসিমা আক্তার নিশা, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, উই। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব মো: আলতাফ হোসেন।

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্যমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ও অবদান আজ বিশ্বব্যাপী একটি স্বীকৃত বিষয়। এসএমই খাতে নারীর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। স্টার্টআপদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই), উদ্যোক্তা, বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, উন্নয়ন, এবং তাদের ব্যবসায়কে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত অনুদান প্রদানের এই উদ্যোগ গ্রহণ করে আইডিয়া প্রকল্প। এরই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্ম/ অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই শেষে ১০০০ উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়। এই আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে নির্বাচিত ১০০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে আইডিয়া প্রকল্প থেকে স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা অনুদান হিসেবে মোট ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত আয়োজনটি সফল করতে সহযোগী উদ্যোক্তা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব), উইমেন এন্ড ই-কমার্স (উই), আনন্দমেলা, উইমেন অন্ট্রপ্রিনিউরস্ অব বাংলাদেশ (ওয়েব), এসএমই ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এবং এটুআই এর একশপ। সবশেষে, ই-ক্যাব এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাজিব আহমেদ কে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃক মহীয়সী ও অদম্য সাহসী নারী বঙ্গমাতা এঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষ থেকে অনুদান প্রদান উপলক্ষে গত ৮ আগস্ট ২০২২ সোমবার রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ার-এর বিসিসি অডিটরিয়ামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেখানে ২৫০ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করে আইডিয়া প্রকল্প।

অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার জেরেমি ব্রুয়ার। আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই সভায় বাংলাদেশে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন থেকে উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি ড. সেচা ব্লুমেন, সেকেন্ড সেক্রেটারি ডানক্যান ম্যাককুলাফ এবং ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. খন্দকার আজিজুল ইসলাম, আইসিটি প্রমোশন ও গবেষণা অনুবিভাগ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক মো: খায়রুল আমীন, এনহেন্সিং ডিজিটাল গভার্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই) শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসানসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শিক্ষা, সাইবার সিকিউরিটি এবং ডিজিটাল লিটারেসি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। এছাড়া, স্টার্টআপ বিনিয়োগ ও তাদের উন্নয়নসহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়েও বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। উভয়ে ডিজিটাল লিটারেসির গুরুত্ব বিবেচনা করে অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। বৈঠকে স্টার্টআপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামসহ অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কে আলোকপাত করেন প্রতিমন্ত্রী পলক। এছাড়া, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ, প্রযুক্তিকে মুখ্য রেখে অফসর ক্যাম্পাস গঠন, ই-মার্কেটপ্লেস, ন্যাশনাল জব পোর্টাল, মাই গভ- সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সভায় আলোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, এটুআই এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উ ড্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (আইডিয়া) কার্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় আইডিয়া প্রকল্পের বিভিন্ন স্টার্টআপ তাদের কার্যক্রম অতিথিদের কাছে বর্ননা করেন।

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DOICT
DEPARTMENT OF ICT
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২
১২ই ডিসেম্বর
প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

আইসিটি হচ্ছে অক্সিজেনের মতো: পলক

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, আইসিটি হচ্ছে অক্সিজেনের মতো। কোথাও আমরা ভূমিকা পালন করছি বাস্তবায়নকারী হিসেবে, কোথাও পরামর্শক হিসেবে আবার কোথাও সহায়ক হিসেবে।

রাজধানীর একটি হোটেলে জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক আয়োজিত "ডিজিটালাইজেশন অব বিএমইটি সার্ভিসের লঞ্চিং সিরেমনি" অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন সরকার ব্যবসা করবে না, কিন্তু ব্যবসা করার ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান কাজ করলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বর্তমানে আমরা যে নিজেদের শক্তিশালী মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ হিসেবে পরিচয় দিতে পারছি তার মূল তিনটি শক্তি হলো- কৃষি, পোশাক ও প্রবাসী। এই কৃষি, পোশাক ও প্রবাসী এই তিনটি সেক্টর হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড।

তিনি বলেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারাও স্মার্ট প্রসেস ব্যবহার করছে। যারা বেশি করে ডেটা প্রডিউস করছে এবং ডেটা এনালাইসিস করতে পারছে তাদের যে সম্পদ তৈরি হচ্ছে তা ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক সম্পদ তেল, সোনা বা হীরার থেকেও বেশি মুল্যবান হয়ে যাবে। এবং তার বড় প্রমান আজকের ডিজিটালাইজেশন অফ বিএমইটি সার্ভিস 'প্রবাসী' অ্যাপ।

তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিকে আমাদের পোশাক শিল্পে ব্যবহার করতে হবে, প্রবাসী কর্মসংস্থানে ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের কৃষিতেও ব্যবহার করতে হবে। তবেই আমরা একটা স্মার্ট ইকোনমির দিকে এগিয়ে যেতে পারবো।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ। তিনি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উভয়পক্ষের সমান দায়িত্ব ও অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, যখনই আমরা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের কথা বলি, সেটাকে অংশীদারত্বই হতে হয়। সরকার সুযোগ দেয় কারণ তার সেবাটি প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে অংশীদারিত্বের ফলাফলও পাওয়া যাচ্ছে যার একটি উদাহরণ হল বিএমইটি ডাটাবেজ। বিএমইটির একার পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন যে আমার কাজ কর্মীদের বিদেশ পাঠানো। এখন আর এনালগ পদ্ধতিতে পাঠানো যাবে না, ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠাতে হবে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে কর্মীদের যেন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে না হয়। কর্মীকে বিদেশ পাঠানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হবে। ডিজিটালাইজেশন আমাদের তাতে সহায়তা করবে এবং বিদেশে কর্মী পাঠানোর ধাপ কমে আসবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক মো. শহীদুল আলম। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা)-এর সভাপতি মোহাম্মাদ আবুল বাশার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিগণ, জনপ্রতিনিধিসহ প্রমুখ।

প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা করবে: ঢাবি উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ বিনির্মাণে সরকারের নানা উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে অনন্য ভূমিকা পালন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগিয়ে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মানবসম্পদ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন এবং গবেষণায় সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী 'পঞ্চম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের সভাপতি অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সেঁজুতি রহমান এবং বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে জুনাইদ আহমেদ পলক রোবট ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, অগ্নিকাণ্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করলে মানুষের জানমালের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। রোবট শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমুখী ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী তরুণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এ রোবট অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে দেশের স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয়।

উদ্বোধনী পর্বের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

প্রসঙ্গত, জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিয়াডে জুনিয়র এবং চ্যালেঞ্জ গ্রুপে মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে ১ হাজারের বেশি নিবন্ধিত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

২০২৫ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তিতে পাঁচ ইউনিকর্ন গড়ে উঠবে: পলক

ব্যবসায়িক কমিউনিটি, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত সম্প্রসারণে প্রবৃদ্ধিশীল ভোক্তা বাজার, সাড়ে ৬ লাখেরও বেশি ফ্রিল্যান্সার নিয়ে ক্রমবর্ধমান গিগ ইকোনোমি, সঙ্গে ডিজিটাল রূপান্তর এবং সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। প্রকাশিত 'দ্য ট্রিলিয়ন-ডলার প্রাইজ - লোকাল চ্যাম্পিয়নস লিডিং দ্য ওয়ে' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন এমন তথ্য উঠে এসেছে।

গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম 'বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ' সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপর্যয় সত্ত্বেও কীভাবে দেশটির অর্থনীতি সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এর ওপর আলোকপাত করে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বলেন যে বঙ্গবন্ধু দেশের অমূল্য সম্পদ হিসেবে মাটি ও মানুষের বিষয়ে গুরত্ব দিয়েছেন। এই সম্পদ দুটোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত বাংলাদেশে পরিণত করা সম্ভব। প্রতিমন্ত্রী করোনাকালীন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা সফলভাবে মোকাবেলায় প্রয়োগকৃত কৌশলগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক আগেই ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এ বিষয়টি এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখন আমরা বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমি বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপকে এ ধরনের সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জানাই, যেখানে আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার চিত্র উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন এইচএসবিসি বাংলাদেশের কর্পোরেট কমার্শিয়াল ব্যাংকিংয়ের কান্ট্রি হেড রিয়াজ এ চৌধুরী। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের গ্লোবাল চেয়ার ইমেরিটাস ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হ্যান্স-পল বার্কনার, বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের সিনিয়র পার্টনার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর জারিফ মুনির, প্রতিষ্ঠানটির পার্টনার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈবাল চক্রবর্তী এবং বোস্টন কলসাল্টিং গ্রুপের পার্টনার তৌসিফ ইশতিয়াক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এ প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে অপ্টিমিস্টিক আউটলুক (দৃঢ় আশাবাদ), গিগ ইকোনমি (ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল খণ্ডকালীন কাজ), ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, তরুণ ও ক্রমবর্ধমান কর্মশক্তি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (হাই ইকোনমিক রেজিলিয়্যান্স), ডিজিটাল মাধ্যমের বহুল ব্যবহার, সরকারি উদ্যোগ এবং একটি বৃহৎ, সু-সংগঠিত বেসরকারি খাতসহ বিভিন্ন বিষয় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের গ্লোবাল চেয়ার ইমেরিটাস ড. হ্যান্স-পল বার্কনার বলেন, "বাংলাদেশ এখন অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য রোল মডেল। এ দেশটি ইতোমধ্যে অনেক কিছু অর্জন করেছে; বিশেষ করে, দেশের বেসরকারি খাতের অপরিসীম অবদানের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তর এবং দেশের বেসরকারি খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান এ গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। লক্ষ্য অর্জন করতে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে স্থানীয় বেসরকারি খাতের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে রূপরেখা আমাদের সমীক্ষায় প্রকাশ করা হয়েছে।"এ বিষয়ে বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের সিনিয়র পার্টনার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর জারিফ মুনির বলেন, "এ প্রতিবেদন নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত। ৫-৭ বছর আগে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেশের প্রবৃদ্ধির পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে; অন্যদিকে বেসরকারি খাত থেকে উদীয়মান চ্যাম্পিয়নরা তৈরি হয়েছে, যাদের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে পরিণত হবে ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনোমিতে।

"কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা"

সুরক্ষার অর্জন:

Asocio award :

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" এর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ডিজিটাল গভর্নমেন্ট ক্যাটাগরি 2022 Asocio award এ ভূষিত হয়। এশিয়ান-ওসেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) হল একটি আইসিটি ফেডারেশন যা এশিয়া প্যাসিফিক জুড়ে ২৪টি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করে আইসিটি অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সংগঠিত ASOCIO 1984 সালে টোকিও, জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি এশিয়া ও ওশেনিয়ায় সবচেয়ে সময়-সম্মানিত এবং সক্রিয় আন্তর্জাতিক আইসিটি ট্রেড অর্গানাইজেশন। এর প্রভাব ১০,০০০ টিরও বেশি আইসিটি কোম্পানিকে কভার করে এবং এই অঞ্চলে প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আইসিটি আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে ASOCIO-এর উদ্দেশ্য হল এর সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ও বাণিজ্যকে প্রচার করা, উৎসাহিত করা এবং লালন পালন করা এবং এই অঞ্চলে কম্পিউটিং শিল্পের বিকাশ ঘটানো।

জনপ্রশাসন পদক:

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" উদ্ভাবনের জন্য জনসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "বঙ্গবন্ধুর জনপ্রশাসন পদক ২০২২" লাভ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার:

জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ লাভ।

দ্বিতীয় এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস:

'দ্বিতীয় এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'-এ সুরক্ষাকে জুড়ী অ্যাওয়ার্ড প্রদান। এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, ব্রিটিশ হাইকমিশন, এইচএসবিসি ঢাকা বাংলাদেশ এর অংশীদারিত্বে। উক্ত অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং অধিদপ্তরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (দায়িত্বে) জনাব মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং তার সুরক্ষা টীম বিভাগের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

প্রেক্ষাপট:

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর হাত ধরে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিজিটালি প্রস্তুত ছিল বলেই প্রযুক্তির সহায়তায় স্থবির হয়ে যায়নি বাংলাদেশের অর্থনীতি। চিকিৎসা, লেখাপড়া, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তির সহায়তায়।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়। ঠিক তখনই বর্ণিত টিম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে। পরবর্তীতে "জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি" এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০২০ এর ডিসেম্বর মাসে এই দলটি নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্রস্তুত করে।

২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

"সুরক্ষা" কার্যক্রম:

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির

যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণকারী সকল নাগরিকের একটি সচ্ছ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান এই ডাটাবেজ থেকে পাওয়া সম্ভব হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নাগরিকের ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন, টিকা কার্ড সংগ্রহ, ভ্যাকসিন গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে ভ্যাকসিন সনদ গ্রহণ করতে পারে যা পরবর্তীতে বিদেশ ভ্রমণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে সুরক্ষা সিস্টেমে ১২ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী শিক্ষার্থী এবং ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী সকল নাগরিক ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন করতে পারছে। পর্যায়ক্রমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য সকল নাগরিককে নিবন্ধনের আওতায় এনে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ভ্যাকসিনের জন্য যোগ্য বাংলাদেশের প্রায় সকল নাগরিক সুরক্ষা সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশি সকল নাগরিক, ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব ছাত্র/ছাত্রী, প্রতিবন্ধী নাগরিক, বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মী, বিদেশগামী বাংলাদেশি ছাত্র/ছাত্রী এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক সহ সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিক নিবন্ধন এবং ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহার চলমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক/চলমান কর্মকাণ্ড:

১। বর্তমানে সুরক্ষা সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের Booster ডোজ প্রদান চলমান রয়েছে। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব এবং দ্বিতীয় ডোজ সম্পন্ন হওয়ার ৪ মাস অতিবাহিত হলেই টিকা প্রদান কেন্দ্র হতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে শিডিউল ও SMS এর মাধ্যমে booster ডোজ টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২। ৫ থেকে ১২ বছরের বাচ্চাদের ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ:

- Vaccine Passport/ Immune Passport/ Health Passport অন্তর্ভুক্ত করার প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে যা International Air Transport Association (IATA) এবং World Health Organization (WHO) এর অনুমোদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংযোজন করা সম্ভব হবে।
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে।
- অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- ইতোমধ্যে UNDP এর অংশীদারী দেশসমূহের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত দেশসমূহ সিস্টেমটি সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করেন এবং এটি ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- বাংলাদেশের সকল ধরনের টিকা কার্যক্রম (বিশেষ করে ইপিআই এর টিকা কার্যক্রম) এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যতে এই সিস্টেমে বিভিন্ন Frontier Technology ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উন্নয়ন করা হবে।

সুরক্ষা বাস্তবায়নে সৃষ্ট প্রভাব / পরিবর্তন:

- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্ল্যাটফর্মটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্খা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।
- সুরক্ষা- নাগরিক সেবা সহজিকরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য বাংলাদেশী নাগরিকদের একটি সুষ্ঠু সিস্টেমে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে।
- দেশের প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সিস্টেম স্বল্প সময় ও রিসোর্স ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মাইলফলক অর্জন করেছে।
- সুরক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে কোভিড-১৯ টিকাদানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে, অধিকাংশ খাত তার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এসেছে।
- চাকুরী হারানো কর্মীরা তাদের কাজে ফিরে যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছে। গার্মেন্টস কর্মীদের টিকা দেওয়ার মাধ্যমে, আমাদের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক উৎস দ্রুত স্থিতিশীল হয়েছে।
- অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের বিদেশী কাজে যোগদান করে বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখতে শুরু করেছে। বিশাল জনসংখ্যার উপর গণ টিকা আশ্চর্যজনক ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণ করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য কমাতে ব্যপক ভূমিকা রেখেছে।

সুরক্ষার সম্প্রসারন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য এবং সিস্টেমটি customizable. বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত সিস্টেমটি পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে উদ্যোগটি দেশে এবং বিদেশে বিপুল সুনাম অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে। অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের সকল ধরনের টিকা কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের EPI প্রোগ্রাম এর সকল কার্যক্রম সুরক্ষা সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব।

দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটি: পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, ১৩ বছর আগে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৬ লাখ। বর্তমানে সেটিকে ১৩ কোটিতে উন্নীত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। আওয়ামী লীগের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে তিনি এ তথ্য জানান। পলক বলেন, ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্য গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বাংলাদেশের বেতবুনিয়াতে প্রথম স্যাটেলাইট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সারা বিশ্বের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের নিজস্ব একটি স্যাটেলাইট থাকবে। সেই স্বপ্ন বাস্তব করতে আমাদের ৪৭ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সজিব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে ২০১৮ সালের ১২ মে আমরা বিশ্বের বুকে আমাদের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে পেরেছি।

তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের সাড়ে ছয় লাখ ফিল্যান্সার ঘরে বসে বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করছে। তাদের ঢাকায় আসতে হচ্ছে না, ইউরোপ-আমেরিকা যেতে হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ। জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, অনেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতেন। আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বন্ধুরাও ডিজিটাল রূপকল্প নিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন যে, যদি সততা, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা থাকে তাহলে অবশ্যই একটি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নত মধ্যায়ের প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল দেশে উন্নীত করা যায়।

আইসিটি
নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২
১২ই ডিসেম্বর

প্রগতিশীল প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে গণমুখী ও অবৈতনিক করেছিলেন : পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে গণমুখী ও অবৈতনিক করেছিলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে গণমুখী এবং অবৈতনিক করার পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্ক ও সোনার বাংলা গড়ার হাতিয়ার এবং সোনার মানুষ গড়ে তোলার জন্য একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেই শিক্ষা নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন একজন বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে যাতে বাংলাদেশের প্রতিটি সোনার সন্তান বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ হয় এবং তারা যেন সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারে।

পলক আজ অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র স্থায়ী ক্যাম্পাসে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন।

সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোকপাত করে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, 'আমাদের গার্মেন্টস্ সেক্টরে আগামীতে প্রচুর পরিমাণে রোবট প্রয়োজন হবে। তথ্য-প্রযুক্তিতে ভবিষ্যতে প্রচুর সুযোগ তৈরি হবে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতসহ বর্তমান বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে মানব সম্পদের চাহিদার বিষয়েও গুরুত্ব আরাপে করেন তিনি।

পলক বলেন, অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি বলেন, ১০৭ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে অনুমোদন পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর হচ্ছে গর্বিত একটি প্রতিষ্ঠান।

সবশেষে, আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে পৃথিবীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে বলে তিনি তরুণদের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করার জন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পবিত্র সংবিধানে ৭২ এর ৪ নভেম্বর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা- এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত করে রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তার দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য যদি পাঁচটা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায়, তবে সেই রাষ্ট্র একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। ৫০ বছর পর জাতিসংঘ এসডিজি লক্ষ্য যারা নির্বাচন করেছেন তারা বঙ্গবন্ধুর সেই কোর ফিলোসোফিকে অনুসরণ করেছেন এবং বর্তমানে বিশ্বের ২শ' রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্য অর্জন নিয়ে কাজ করছে, বঙ্গবন্ধু ৫০ বছর আগেই পবিত্র সংবিধানে সেই দর্শন রেখে গেছেন।

শিক্ষার্থীদের আইসিটি ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও দক্ষ মানুষ হওয়ার আহবান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে স্মার্ট উদ্যোক্তা তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে কেক ও ফিতা কেটে রোবোটিক্স, মেকাট্রনিক্স এন্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শুভ উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী।

পলক বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি আগামীতে তথ্য-প্রযুক্তি, ক্রিয়েটিভিটি, ক্রিটিক্যাল থিংকিং, প্রবলেম সলভিং, কমিউনিকেশন স্কিল এমনকি নতুন নতুন রোবট তৈরিতে সহায়তা করবে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।'

উদ্যোক্তাদের জন্য আইসিটি বিভাগের দেয়া বিভিন্ন

অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর বোর্ড অবট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান লিয়াকত সিকদার, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক মো. ওমর ফারুখ।

উন্নত বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মন্তব্য করেন এডাস্ট চেয়ারম্যান লিয়াকত সিকদার। তিনি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান ।

ডুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে সঠিক ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়া দরকার। আশা করি এই বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জনশক্তি গঠনে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করবে।

এডাস্ট উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম শুধু দক্ষ প্রকৌশলী বা গ্রাজুয়েট নয় পাশাপাশি মানবিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে দেশ মাতৃকার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, নাটক ও কৌতুকসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিবেশনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটির বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, এডভাইজর, এইএমসি এডভাইজর, বিভাগীয় প্রধান, কো-অর্ডিনেটের, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, অবিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে পুরো ক্যাম্পাস।

মৌলিক চাহিদা হাতের নাগালে পেলে গ্রামবাসীরা শহরে স্থানান্তর হবে না : পলক

শেষ হলো বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প।

রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত শেরাটন ঢাকা হোটেলে উক্ত প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, আমরা যদি আমাদের গ্রামবাসীকে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, আধুনিক সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদান করতে পারি, তাহলে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত নির্বাচনে তাঁর ভিশন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি গ্রামবাসীদের সব মৌলিক চাহিদা প্রদান করতে চান। তিনি আমার গ্রাম, আমার শহর নামে ভিশন ঘোষণা করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সবার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের মধ্যে কানেক্টিং সিটিজেন স্তম্ভটির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইনফো-সরকার ফেজ-৩ প্রকল্পটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মো. মুশফিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনফো-সরকার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (গ্রেড-১: অতিরিক্ত দায়িত্ব) বিকর্ণ কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিসিসি নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিআরআইজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুওয়া ওয়ে এবং হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সিইও প্যান জুনফেং।

দেশের প্রান্তিক গ্রামীণ জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের লক্ষ্য নিয়ে ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে এই প্রকল্প। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করার পাশাপাশি প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, বিদ্যালয়, কলেজ, গ্রোথসেন্টার ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় সমূহে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপনের জন্য, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এর নেটওয়ার্কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০১৫ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ই-সার্ভিসে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং জাতীয় আইসিটি নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশ পুলিশ নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করতে জিওবি এর আওতায় পুলিশ ইউনিটের সর্বস্তরে অবাধ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ছিল উক্ত প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত নেটওয়ার্ক থেকে সারাদেশে ৮৪ হাজার ২৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযুক্ত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ইনফো-সরকার তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পটি মন্ত্রিসভার অনুমোদন মোতাবেক জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ গেজেটে প্রকাশ হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১-এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটির উদ্বোধন করেন।

টেলিমেডিসিন সুবিধা নিয়ে মানুষ এখন সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পাচ্ছে : পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পিতার নীতি অনুসরণ করে দেশে প্রযুক্তি ও বিশেষায়ণ সুবিধার মাধ্যমে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন। প্রযুক্তি সুবিধার মাধ্যমে তিনি এই সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়েছেন। এখন মানুষ টেলিমেডিসিন সুবিধা গ্রহণ করে খুব সহজেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন। আমরা সময়ে-সময়ে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে মানুষের কাছাকাছি চিকিৎসা সেবাকে নিয়ে গেছি।

মন্ত্রী তার নির্বাচনী এলাকার সিংড়া গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজ মাঠে আল বাশার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের আয়োজনে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ৫০ বছর আগে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকার উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি স্বাস্থ্যসহ পাঁচটি মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির অধিকারকে সংবিধানে সংযোজন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হৃদয় জুড়ে ছিলো দেশের মানুষের কল্যাণ চিন্তা। বঙ্গবন্ধু নিজের দূরদর্শীতা দিয়ে জনগনের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করেন। এসব অধিকার প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করে জনগণের সমৃদ্ধি আর সুন্দর জীবন যাপন নিশ্চিত করেন তিনি। পলক জানান, সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিগত ২০ বছরে একটি এম্বুলেন্স না থাকলেও বিগত ১৩ বছরে এই হাসপাতালে অত্যাধুনিক তিনটি এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে।

আল বাশার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. আহমেদ তাহির হামিদ এবং সদস্য ড. সালমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব মো. গোলাম কিবরিয়া বক্তব্য রাখেন। সিংড়া পৌর মেয়ার মোঃ জান্নাতুল ফেরদৌস ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও চিকিৎসকরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্প উদ্যোক্তা আল বাশার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন যদি সিংড়ায় স্থায়ী চক্ষু হাসপাতাল করতে চায় তবে সে জন্য তাদের জমির সংস্থান করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিমন্ত্রী।

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) প্রকাশক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
সম্পাদক মোঃ মোস্তফা কামাল, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও সেলিম রেজা সেন্টু নির্বাহী সম্পাদক মোঃ ফিরোজ সরকার, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), (দায়িত্বে), উপ-পরিচালক (অর্থ)
প্রচার সম্পাদক নিলুফা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com